CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 April, 2020 ■ আগরতলা, ২৭ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ১৪ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে লক্ষ্মীনারায়ন মন্দিরের সামনের রাস্তায় ব্যবসায়ীরা হালখাতা শোধন করেছেন। ছবি নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আজ ফের ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): সোমবার ফের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই বৈঠকে এবার দেশের ৯ জন মুখ্যমন্ত্রী কথা বলার সুযোগ পেতে পারেন। জানা গিয়েছে, বেশিরভাগই পূর্ব এবং উত্তরপূর্বের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা কথা বলার সুযোগ পাবেন।

দেশে করোনা সংক্রমণ শুরুর পরে এই নিয়ে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৩ মে শেষ হচ্ছে দেশের দ্বিতীয় দফার লকডাউন। তার আগে এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে গত ১১ এপ্রিল হওয়া এমন বৈঠকের পরেই দেশে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রী।

সোমবারের বৈঠকে বেশ কিছু ক্ষেত্রের জন্য ২০ এপ্রিল থেকে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে বিশদে আলোচনা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রীরা। সকাল ১০টায় শুরু হবে ভিডিও কনফারেন্স, সেখানেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও তার প্রেক্ষিতে লকডাউন বাড়ানো নিয়ে পর্যালোচনা হতে পারে। কীভাবে পর্যায়ক্রমে পরবর্তী পদক্ষেপ করা যায়, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলা করে রাজ্যের আর্থিক স্থিতি চাঙ্গা করতে সকলের সহযোগিতা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। সংকট কিংবা দুর্যোগ চিরস্থায়ী নয়। তাই লকডাউন পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার আর্থিক স্থিতিকে চাঙ্গা করার জন্য সবার সহযোগিতা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রাথমিক ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যের লোকসানকে পূরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

রবিবার এক ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাবতীয় বাধা অতিক্রম করে ত্রিপুরাকে সফলতার মুখ দেখতেই হবে। মূলত, করোনা-র প্রকোপে সর্বক্ষেত্রে যে অচলাবস্থা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা থেকে উত্তরণে দিশা দেখাতে চাইছেন তিনি। এদিন ত্রিপুরার অর্থনৈতিক স্থিতিকে উন্নীত করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেন। তিনি বলেন, লক্ষ্যমাত্রাকে এগিয়ে আনলেই রাজ্যের অর্থনীতি দ্রুত চাঙ্গা হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী পোল্ট্রি, পশুপালন, দুগ্ধ উৎপাদন, উদ্যান চাষ, ফুল চাষ, কৃষি ক্ষেত্র এবং মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে প্রাথমিক অর্থনৈতিক অবস্থানকে শক্ত করার পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে সরকার সবার সাহায্যে যাবতীয় ব্যাবস্থা রেখেছে। রয়েছে ঋণের ব্যবস্থাও, আশ্বস্ত করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বলেন, লকডাউনের ফলে রাজ্যের বড় আয়ের উৎসে আঘাত লেগেছে। তা হল রবার উৎপাদন। কারণ বাইরের রবার শিল্প বন্ধ হয়ে রয়েছে। এর ফলে শুধুমাত্র এই সময়ের মধ্যেই রাজ্যের প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। তাঁর দাবি, এই রবার থেকে রাজ্যের বাৎসরিক আয় দেড় হাজার কোটি টাকা। তিনি বলেন, এই লোকসানকে কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদনে জোর দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এক্ষেত্রে কিছু বাধা আসতে পারে। সেগুলো অতিক্রম করে সফলতার মুখ দেখতে হবে।

তিনি বলেন, সংকট ব াদুর্যোগে, কোনও কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। স্থায়ীভাবে স্বাভাবিক স্থিতিতে নিয়ে আসার জন্য সবাইকে জোটবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সবাইকে মুষ্টিবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তাঁর প্রকাশিত ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, শহরাঞ্চলে শুধুমাত্র সিঙ্গল দোকান এবং গ্রামাঞ্চলে বাজার খোলার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকে সেদিকে নজর রাখার জন্য বাজার কমিটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবক রাখার পরামর্শ দেন তিনি। কারণ, করোনা পরবর্তী সময়ে বাজারগুলিতে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা জারি থাকে, তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্লোগান দেন, "আমাদের বাড়ি, আমাদের বাজার। আমাদের বাজার, আমার পরিবার।" সামাজিক জীবনে এই স্লোগান লাগু করার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আগামী দিনে ত্রিপুরা স্থায়ীভাবে লাভবান হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, গত জানুয়ারি মাস থেকে এয়ারপোর্টে স্ক্যানিং এবং ১৩ মার্চ থেকে ১৪৪ ধারা জারি করে পরবর্তী সময়ে রাজ্যকে লকডাউনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে লাভবান হয়েছে ত্রিপুরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে অক্ষয় তৃতীয়া এবং রমজান মাসের অভিনন্দন জানান।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশকে ভারতের সহায়তা অব্যাহত থাকবে ঃ রীভা গাঙ্গুলি দাশ

।। মনির হোসেন।। ঢাকা,এপ্রিল ২৬।। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ রবিবার কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ভারতের জনগণ ও সরকারের দেয়া এক লাখ হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ট্যাবলেট এবং ৫০ হাজার জীবাণুমুক্ত সার্জিকাল ল্যাটেক্স গ্লাভস সমন্বিত জরুরি চিকিৎসা সরবরাহের দ্বিতীয় চালানটি বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছেন।

ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথমে' নীতির অংশ হিসেবে এবং কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে সহযোগিতামূলক আঞ্চলিক প্রচেষ্টার লক্ষ্যে ১৫ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সার্ক নেতাদের নিয়ে এক ভিডিও সম্মেলন করেছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরবরাহ, প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারত থেকে অব্যাহত সহায়তার প্রশংসা করে বলেন, 'সংকটের সময়ে প্রতিবেশী বন্ধুর সহায়তাকে আমরা স্বাগত জানাই।'

এ সময় ভারতের হাইকমিশনার কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের অব্যাহত সহায়তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন ।হাইকমিশনার বলেন, 'বন্ধু ও প্রতিবেশী হিসেবে প্রতিকূল সময়ে ভারত বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত। ভারত ও বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধভাবে কোভিড-১৯ সংক্রমণে সৃষ্ট পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারবে।'

সার্ক কোভিড-১৯ জরুরি তহবিলের আওতায় এবং কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টায় সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এ সহায়তা দেয়া হয়েছে ।চিকিৎসা সরঞ্জামগুলো বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় মেডিকেল স্টোর ডিপোতে পাঠানো হয়েছে ।এর আগে বিমান বাংলাদেশের সহায়তায় ওষুধগুলো ভারত থেকে আনা হয়। এ সময়োপযোগী সাহায্যের জন্য হাইকমিশন বিমান সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষণায় ভারতের ১০ মিলিয়ন ডলার প্রাথমিক সহায়তা নিয়ে সার্ক কোভিড-১৯ জরুরি তহবিল গঠিত হয় ।২৫ মার্চ এ তহবিলের অধীনে ৩০ হাজার সার্জিক্যাল মাস্ক এবং ১৫ হাজার হেড-কভার সমন্বিত জরুরি চিকিৎসা সহায়তার প্রথম চালান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেনের কাছে হস্তান্তর করা হয় ।সার্ক অঞ্চলে কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে ২৬ মার্চ ও ৮ এপ্রিল সার্ক দেশগুলোর স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ, বাণিজ্য সহজীকরণ এবং সেরা অনুশীলনগুলো বিনিময় বিষয়ে আলোচনার জন্য পৃথক ভিডিও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ।সার্কভুক্ত দেশগুলোর স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা সেরা অনুশীলনগুলো বিনিময় এবং পারস্পরিকভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য এ অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করছেন।

গোটা পরিবারকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা গভীর রাতে নাশকতার আগুন পানিসাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ এপ্রিল ঃ উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত রৌয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দার নীল ত্রিপুরার বসত বাড়িতে শনিবার রাতে আনুমানিক ৩টায় দুষ্কৃতীরা আগুন ধরিয়ে পুরো পরিবারকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে। রৌয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল আজিজ ও মন্টই আলী দীর্ঘদিন ধরে নীল ত্রিপুরার বাড়ির উপর দিয়ে সরকারি বিদ্যুৎ লাইন থেকে হুক লাইন দিয়ে বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছে। নীল ত্রিপুরা বাড়ির উপর দিয়ে হুক লাইনের তার না নেওয়ার জন্য বার কয়েক আপত্তি করার পরও তারা কর্ণপাত করেনি। শনিবার আনুমানিক বেলা ২টা নাগাদ হূক লাইনে ব্যবহৃত তারে কয়েকটি জায়গায় স্পার্ক করছিল।

তাতেই নীল ত্রিপুরা আব্দুল আজিজকে বিষয়টি জানায় এবং অতিসত্বর লাইন খুলে নেওয়ার জন্য বলে। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে নীল ত্রিপুরার গোটা পরিবারের সদস্যদের উপর অভিযুক্ত আব্দুল আজিজ ও তার মা, বোন, সবাই ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। সেখানেই আব্দুল আজিজ নীল ত্রিপুরার পরিবারকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চলে যায়। প্রতিদিনের মত নীল ত্রিপুরার দুই পুত্র, স্ত্রী-কন্যারা রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমাতে যান।

রাতে আনুমানিক ৩টা তাদের বসত ঘরে আগুন দেখতে পায় বড় ছেলে প্রসেনজিৎ ত্রিপুরা। সাথে সাথে চিৎকার-চেচাঁমেচি করতে থাকে। ছোট ছেলে রতন ত্রিপুরা এবং তার স্ত্রী গীতা ত্রিপুরা অপর ঘর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই অভিযুক্ত আব্দুল আজিজ ও মন্টই আলীকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। তখন ঘরের চালে আগুনের লেলিহান শিখায় পুরো বাড়ি আলোকিত হয়ে যায়। সাথে সাথে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন এবং আগুন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফ ক্যাম্প বসানো নিয়ে লালছড়ি গ্রামের জনমনে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। বিএসএফ ক্যাম্প বসানো নিয়ে জনমনে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। আমবাসা ব্লকের লালছড়ি ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত সাংমা পাড়া। এই গ্রামটিতে প্রায় ১০০ পরিবারের বসবাস। বেশ কয়েক মাস আগে এই গ্রামটিতে বিএসএফ ক্যাম্প বসানোর জন্য জায়গা নির্ধারিত করা হয়। সেই সময় এলাকাবাসীরা বাধা দেয়।

কারণ বিএসএফ ক্যাম্পের জন্য যে জায়গাটি নির্ধারিত করা হয়েছে সেখানে এলাকাবাসীদের বাগান রয়েছে। সাথে সাথে ক্যাম্প করার জন্য বেশ কয়েকটি বসতঘর উচ্ছেদ করতে হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়ম মেনে অক্ষয় তৃতীয়া পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। অক্ষয় তৃতীয়া হল চান্দ্র বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি তিথি হল অক্ষয় তৃতীয়া। অক্ষয় শব্দের অর্থ হল, যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। বৈদিক বিশ্বাসানুসারে এই পবিত্র তিথিতে কোনও শুভকার্য সম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে। যদি ভাল কাজ করা হয় তার জন্য লাভ হয় অক্ষয় পূণ্য।

যদি খারাপ কাজ করা হয় তবে অক্ষয় পাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়। তাই শাস্ত্রের নির্দেশ, এ দিনের প্রতিটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্য হাতির তান্ডব অব্যাহত চাকমাঘাটে, হতাশ গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ এপ্রিল ।। কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকায় বিভিন্ন জনপদে দাঁতাল হাতির আক্রমণ অব্যাহত। গত দুইদিন যাবৎ চাকমাঘাট ভূমিহীন কলোনিতে ১০-১২ টি হাতির পাল ঢুকে পড়ে। যদিও গ্রামবাসীদের সম্মিলিত প্রতিরোধে বড়সড় ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়। এদিকে হাতির আক্রমণে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা সরকারি অর্থ থেকে বঞ্চিত। অভিযোগ স্থানীয় শাসক দলীয় নেতার বিরুদ্ধে কোন প্রকার ক্ষতি না হলেও সরকারি অর্থ বাগিয়ে নিয়েছেন।

প্রতিবছর শস্য উৎপাদন মরশুমে আঠারমুড়া পাহাড় থেকে কৃষ্ণপুরের বিভিন্ন এলাকায় নেমে আসে দাঁতাল হাতির পাল। নির্বিচারে ধ্বংস করে বিভিন্ন বাড়িঘর ধান ক্ষেত, গোলাভরা ধান। কখনো কখনো প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। বন দপ্তরের থেকে যদিও অস্থায়ী ক্যাম্প বসিয়ে বাজি পুড়িয়ে কিছুটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়। এরপরও কৃষ্ণপুর, মাইগঙ্গা, নবঞ্জয়, উত্তর মহারানী চাকমাঘাটের ভূমিহীন কলোনি, রামকপুর, মাইংদোয়াল ইতিমধ্যে বহু ক্ষতিসাধন করেছে। গত দুইদিন যাবৎ ভূমিহীন কলোনিতে ঢোকার চেষ্টা করলে গ্রামবাসীদের সম্মিলিত প্রতিরোধে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এদিকে হাতির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারিভাবে বনদপ্তর ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। অভিযোগ উঠে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বঞ্চিত করে শাসক দলীয় নেতারা তাদের ক্ষতি নাহলেও সরকারি অর্থ বাগিয়ে নিয়েছে।

সারা দেশে ২৬ হাজার পেরল করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি. স.): ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৬০০০ পেরিয়ে গেল। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত ১৯৯০। একদিনে আক্রান্ত হওয়ার নিরিখে এটাই সর্বাধিক সংখ্যা। দেশজুড়ে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৪৯৬। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৯ জনের। এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২৪। রবিবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে ১১১ জন বিদেশী নাগরিক ।বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবকের ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার কলমচৌরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৬ এপ্রিল।। বাড়ি থেকে বেরিয়ে জুম ক্ষেতে গিয়ে গাছের ডালে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে দক্ষিণ কলমচৌড়া গ্রামের ঐক্কামুড়া এলাকায়। নিহত যুবকের নাম সুশান্ত সরকার (২৫)।

জানা গিয়েছে এদিন সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ বাবা ও ছেলে দুজনে জুম চাষ করার জন্য জঙ্গলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মোতাবেক ছেলে সুশান্ত প্রথমে রওয়ানা দেয়। কিছুক্ষণ পর বাবা জঙ্গলে যায়। বাবা জঙ্গলে গিয়ে দেখতে পায় ছেলের মৃতদেহ গাছের ডালে ঝুলে রয়েছে। তিনি চিৎকার চেচামেচি করলে আশেপাশের লোকজন ছুটে যায়। খবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক দূরত্ব রেখে বাইক, তাক লাগালেন রাজ্যের অনামি প্রযুক্তিবিদ

আগরতলা, ২৬ এপ্রিল (হিঃসঃ)।। গোটা বিশ্ব আজ করোনা মহামারির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে চাইছে। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেখানো পথেই যুদ্ধ জয় সম্ভব, দেশের প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরার এক অনামি প্রযুক্তিবিদ সেটাই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। সামাজিক দূরত্ব, প্রধানমন্ত্রীর এই আবেদনে সাড়া দিয়ে আস্ত একটি বাইক বানিয়ে ফেললেন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার আরালিয়া এলাকার বাসিন্দা পার্থ সাহাউ বাইকেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব, সেটাই তিনি প্রমাণ করেছেন।

পুরনো বাইকের কিছু যন্ত্রপাতি এবং রড ও মোটর ব্যবহার করে তিনি সামাজিক দূরত্ব-বাইক বানিয়েছেন। ব্যাটারি চালিত ওই বাইকের চালক এবং সহ-যাত্রীর মধ্যে দূরত্ব রাখা হয়েছে ২ মিটার। পার্থবাবুর দাবি, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাব কীভাবে, সেই চিন্তা থেকেই

এই বাইক বানিয়েছি। দেশে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে এই বাইকের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যাবে।

করোনা মোকাবিলায় দেশ আজ একজোট, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বিরল এই আবিষ্কারে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। পার্থ সাহার কথায়, পুঁথিগত বিদ্যা আমার তেমন নেইউ কিন্তু ছোটবেলা থেকেই প্রযুক্তির প্রতি আমার ভীষণ ঝোঁক ছিল। তাই ব্যতিক্রমী কিছু আবিষ্কারের নেশা ছিল বরাবরই। তিনি বলেন, মাধ্যমিক পাশ করতে পারিনি। কিন্তু তাতে আমার কোনও আক্ষেপ নেই। ইলেকট্রনিক্স নিয়ে বেসরকারি কোচিং সেন্টার থেকে শিক্ষা নিয়েছি। ভালো কাজের জন্য সেখানে চাকরিও পেয়েছি। কিন্তু অভিনব কিছু আবিষ্কার করি, সেই নেশায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলাম। তাঁর কথায়, প্রযুক্তির নানা কলা-কৌশল ব্যবহার করে অনেক কিছুই বানিয়েছি। ইউটিউব চ্যানেলে সেই সব আবিষ্কার প্রকাশ করেছিউ আজ বেশ ভালোই আছি।

পার্থের মতে, জীবিকা নির্বাহের জন্য সামান্য আয়োজনই যথেষ্ট। বাবা, মা, স্ত্রী ও এক কন্যা সন্তান নিয়ে ছোট্ট সংসারে প্রয়োজন সামান্যই। তাই, অর্থের প্রতি কখনওই মোহ নেইউ তিনি বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৯৬ ▫ ২৭ এপ্রিল ২০২০ ইং ▫ ১৪ বৈশাখ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বহির্রাজ্যে বিপন্ন মানুষ

লকডাউনের কারণে বহু মানুষ বিভিন্ন জায়গায় আটকা পড়িয়াছেন। ব্যাঙ্গালোর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ত্রিপুরার আটকা পড়াদের সাহায্য করিতেছে রাজ্য সরকার। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জেলা শাসক কিংবা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারীকদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া ত্রিপুরার আটকা পড়া মানুষদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা রাজ্যের হইলেও বহু মানুষ বিভিন্ন স্থানে আটকা পড়িয়া বড়ই বিড়ম্বনায় আছেন। বিভিন্ন রাজ্যে ত্রিপুরার বহু রোগী চিকিৎসা করিতে গিয়া এখন চরম বিপদে। রাজ্য সরকারকে জানানো সত্বেও কোনও সাহায্য না মিলায় ত্রিপুরার রোগীরা বড় বিপন্ন অবস্থায় আছেন। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে গভীর ভাবে ভাবিতে হইবে এই কারণে যে, তাহারাও তো করোনার কারণেই আজ বিপন্ন। যাহাদের আর্থিক সামর্থ আছে সেইসব আটকা পড়া পরিবার চেন্নাই হইতে ত্রিপুরায় ফিরিতেছেন। রবিবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে, চিকিৎসা করাইতে গিয়া লক ডাউনে আটকা পড়া ত্রিপুরার আরও তিন পরিবার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করিয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এক পরিবার ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায় এবং বাকি দুই পরিবার ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা করিয়া অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নিয়া চেন্নাই হইতে ত্রিপুরায় ফিরিয়াছেন। চেন্নাই, ভেলোরে ত্রিপুরার বহু পরিবার এখন অনাহারে অর্ধাহারের মুখে। প্রায় সর্বস্বান্ত অবস্থা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তেই আটকা পড়া রাজ্যের মানুষদের রাজ্যে ফিরাইয়া আনিতে কিংবা তাহা সম্ভাবনা হইলে সেখানে তাহাদের সাহায্য পৌঁছানোর মানবিক কর্মটি সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

ত্রিপুরায় আশ্রিত বহু গরীব পরিবারকে বিভিন্ন সংস্থাই সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। এখানে মানবিকতার যে নিদর্শন দেখা গেল তাহা আমাদের গর্ব। রাজ্য সরকারও সাহায্যের হাত প্রসারিত করিয়াছেন। করোনার কল্যানে তো প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যয় সংকোচের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। বহির্রাজ্যে আটকা পড়া মানুষ তো কার্য্যত করোনার কারণেই বিপন্ন। সুতরাং তাঁহাদের সরকারী সাহায্য পাওয়া হইতে বঞ্চিত করা ঠিক হইবে না। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের একটি সেল করা উচিত। বহির্রাজ্যে যাহারা আছেন তাহার এই সেলের সঙ্গে যোগাযোগ করিবেন। এই সেল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রশাসনের সাহায্যে ওই আবেদনকারীর খোঁজ খবর নিবেন এবং তাহার কাছে সাহায্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা করিবেন। এই মানবিক কাজটি যত দ্রুত সম্ভব করিতে হইবে। বহির্রাজ্যে আটকা পড়া বহু মানুষ ইতিমধ্যে সাহায্য সহায়তা পাইয়াছেন। কিন্তু, শুরু হইলেও এই উদ্যোগটি ধাক্কা খায়। সকলেই তিন মের দিকে তাকাইয়া আছেন। লক ডাউন উঠিবে এমন সম্ভাবনা কম। তাই, রাজ্য সরকারকে আরও বেশী মানবিক উদ্যোগ নিয়া বহির্রাজ্যে আটকা পড়াদের সম্পর্কে সাহায্যের সিদ্ধান্ত অনেক বেশী সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই।

স্নান করতে গিয়ে অজয় নদীতে জল ডুবে মৃত্যু যুবকের, অভিযোগের আঙ্গুল অবৈধ বালিঘাট

দুর্গাপুর, ২৬ এপ্রিল(হি.স.): ফের নদীতে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল যুবকের। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল লাউদোহার গৌরবাজার এলাকায়। অভিযোগ উঠেছে নদীতে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনে।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম কিশোর মন্ডল(১২), ঝাড়খন্ডের বাসিন্দা। যুবকের বাবা ইঁটভাটার শ্রমিক। সেই সুত্রে লাউদোহার গৌরবাজার এলাকায় থাকত। ঘটনায় জানা গেছে, শনিবার বিকালে গৌরবাজারের কাছে অজয় নদীর গোলায় ঘাটে স্নান করতে যায় ওই যুবক। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,' মেশিন দিয়ে বালি তোলার ফলে নদীতে যত্রতত্র বড় খাদ তৈরী হয়েছে। জলপুর্ন হওয়ায় ওইসব খাদের গভীরতা সহজে টের পাওয়া যায় না। এদিন জলের গভীরতা বুঝতে না পারায় তলিয়ে যায় ওই যুবক।' আশপাশের বাসিন্দারা এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্ধার করা যায় নি। অন্ধকার হওয়ায় উদ্ধার কাজও সম্ভব হয়নি। রবিবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এবং পুনরায় স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে তল্লাশী শুরু করে। ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় যুবকটির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এদিকে ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকাবাসী। অভিযোগ অবৈধভাবে মেশিন দিয়ে বালি তোলার ফলে নদীতে বড় বড় খাদ তৈরী হয়েছে। জলপুর্ন হলে নদীতে গভীরতা বোঝা যায় না। প্রায়ই এধরনের ঘটনা ঘটে।

উল্লেখ্য, গত ১৫ জানুয়ারী কাঁকসার সাতকাহানিয়ায় মকর স্নান করতে গিয়ে একইরকমভাবে জলে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছিল এক যুবকের। বছরখানেক আগে সাতকাহানিয়ার ওই একই ঘাটে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হয় স্কুলছাত্রের। অভিযোগ আঙ্গুল অবৈধভাবে মেশিন বসিয়ে বালি উত্তোলন। অজয় নদীর ওপর শিবপুর, কোটালপুকুর জঙ্গলঘাট, দেউল, পেয়ারাবাগান, নারকেলবাগান, সাতকাহানিয়ার বাঁশতলা, শ্মশানঘাট, লাউদোহার গৌরবাজার গোলাঘাট, পান্ডবেশ্বরেও একাধিক ঘাটে অবাধে চলছে বালি উত্তোলন। নদীতে জল থাকায় পাম্প বসিয়ে জলমিশ্রিত বালি তোলা হয়। জলবালি মিশ্রিত বিশেষ ছাকনির সাহায্যে বালি আলাদা করা হয় নদীতে। তারপর ওই বালি জেসিবি দিয়ে লরিতে ভর্তি হয়ে পাচার হয় শহরে। আর পাম্প বসিয়ে বালি তোলার ফলে নদীতে অচিরে খাদ তৈরী হচ্ছে। যদিও পাম্প বসিয়ে কিম্বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বালি উত্তোলনে গ্রীনট্রাইবুনালের কড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তারপরও রমরমিয়ে চলে পাম্প বসিয়ে বালি উত্তোলন। বেশ কিছু বৈধঘাটের পাশে অবাধে চলছে অবৈধঘাট। পর পর ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, নদীতে অবৈধ বালিঘাটের নজরদারিতে। দুদিন আগে লাউদোহার রসিকডাঙা এলাকায় অবৈধ বালিঘাটের বিরুদ্ধে সরব হয়। অভিযোগ, অবৈধ বালি তোলার ফলে ভেঙে পড়ছে নদীর পাড়। বদলে যাচ্ছে নদীর গতিপথ। অবৈধ বালি বোঝাই লরি যাতায়াতে বেহাল হয়ে পড়ছে গ্রামের রাস্তা। পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সমীর বিশ্বাস জানান,' এভাবে মেশিন বসিয়ে বালি উত্তোলন বন্ধ হওয়া দরকার। বিষয়টি জেলা প্রশাসনের কাছে জানানো হবে।' লাউদোহা বিডিও মৃনালকান্তি বাগচী জানান,' প্রায় অভিযান চালানো হয়। মেশিন বসিয়ে বালি উত্তোলনের বিষয়টি বিএলআরও কে নজরদারির জন্য বলা হবে।'

বাড়িতে বসে দু''ঘন্টার ধরনা কর্মসূচি পালণ করলেন বীরভূমের বিজেপির কার্যকর্তারা

সিউড়ি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): সারা রাজ্যের সঙ্গে বীরভূম জেলাতেও বাড়িতে বসে দু''ঘন্টার ধরনা কর্মসূচি পালণ করলেন বিজেপির কার্যকর্তারা। জেলা বিজেপির নেতাদের দাবি করোনা সংক্রমণে মৃত ব্যক্তিদের দেহ লোপাট কর হচ্ছে। এছাড়া করোনা ফান্ডে কেন্দ্রের ২০০ কোটি টাকা হিসেব দেওয়া এবং কেন্দ্রের দেওয়া রেশন সকল মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া-সহ একাধিক দাবিতে সারা রাজ্যজুড়ে তাঁদের এই বাড়িতে বসে ধরনা প্রদর্শন করচ্ছেন তাঁদের শীর্ষ নেতৃত্ব। এই জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল সিউড়ি শহর লাগোয়া কড়িধ্যা কালিপুরের বাড়িতে এদিন সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত ধরনা প্রদর্শন করেন।

এই নিয়ে শ্যামাপদবাবু বলেন,'করোনা ত্রান নিয়ে রাজনীতি করছে তৃণমূল। তারই প্রতিবাদে আমাদের এই ধরনা কর্মসূচি। আমাদের দাবি না মানা হলে আমরা আগামী দিনে আমরা পথে নামতে বাধ্য হব।' তাঁর সংযোজন, ' যেহেতু করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশজুড়ে লকডাউন চলছে তাই আমরা বাড়িতে থেকেই ধরনা প্রদর্শন করেছি।'

সাধুদের হত্যাকান্ডে একাংশের নীরবতায় উঠছে প্রশ্ন

এখন মনে হচ্ছে তবলীগী জামাতের মানবতা ও দেশ বিরোধী কার্যকলাপ রোধ করতে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, তা ভুল ছিল। তাদেরকে মসজিদে এবং রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। তাতে করে তারা নিজেরাও অসুস্থ হত এবং অন্যদেরকেও করোনায় অসুস্থ করত। আমার এমনটা বলার কারণ সরকারের এই পদক্ষেপকে প্রশংসা না করে উল্টে দেশের ১০১ জন প্রাক্তন আইএএস, আইপিএস এবং আইএফএস আধিকারিক পরোক্ষভাবে প্রশাসনিক এই পদক্ষেপের খামতি গুলি বের করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এখন এরা সরাসরি বলতে শুরু করেছে যে তবলীগী জামায়াতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরে দেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। মোটা টাকার পেনশন পাওয়া এই সকল প্রাক্তন আমলারা দেশের প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, মুসলমানদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করার ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। এই সকল আমলাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আইন ভঙ্গকারী তবলীগী জামায়াতের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত হয়নি? দিল্লির নিজামুদ্দিনে মরকজ আয়োজন করে তবলীগী জামাতের প্রধান মৌলানা মহম্মদ সাদ কয়েক হাজার অনুগামীদের একত্রিত করে আইন অমান্য করে কি ঠিক কাজ করেছে? মহামারী আইন ভঙ্গকারিদের বিরুদ্ধে যে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয় তা কী এরা জানেন না? এই সকল অবুঝ আমলাদের ধিক্কার জানাই।

চিঠিতে যে সকল প্রাক্তন আমলাদের স্বাক্ষর রয়েছে তার মধ্যে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভজাহত হাবিবুল্লাহ, দিল্লির প্রাক্তন উপরাজ্যপাল নজিব জং, মোদী সরকারের নিন্দা করার কোনও সুযোগ হাতছাড়া না করা হর্ষ মন্দার, মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন ডিজি জুলিয়াস রিবেরো, প্রাক্তন বিদেশ সচিব শ্যাম সরান, পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়া গ্যাংয়ের প্রধান ড় অশোক বাজপেয়ী, অমিতাভ পান্ডে এবং প্রসার ভারতী প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং বামপন্থী ধারণা দিয়ে প্রসার ভারতী পরিচালনকারী জাওহার সরকার রয়েছেন। তবে খেয়াল করুন যে এই সকল প্রাক্তন আমলারা আইন ভঙ্গকারি তবলীগী জামাতের প্রধান মৌলানা সাদের বিরুদ্ধে একটিও নিন্দা করেননি? জামাতিদের মসজিদে মৃত্যু বরণ করার প্রেরণা যিনি দিলেন, তার বিরুদ্ধে কেন এরা নিন্দা করল না। পুলিশের সামনে তার আত্মসমর্পণ করা উচিত। লক ডাউনের বিধি ভেঙে সাদ কি কোনো মহান কাজ করেছে? ক্ষমতার শিখরে থেকে সব

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

কিছু উপভোগ করা এই সকল আমলারা কি জানেন না, যে এই সাদ ও তার তবলীগী জামাতের জন্যই গোটা দেশে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে? তারা কি জানেন না যে দেশের করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ তবলীগী জামাতের সদস্য? তারা কি এও জানেন না যে যে মরকজের মধ্যেই জামাতদের কয়েক ডজন সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল। সাদ বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে বলেই তারা মারা গিয়েছে। প্রাক্তন আমলা বাবুরা কি সেটাও চিন্তা করেননি?

আজ যখন হাজার হাজার সরকারী চিকিৎসক, নার্স, সাফাই কর্মী, নিরাপত্তাকর্মী, ব্যাংকের কর্মী, বৈদ্যুতিক ও জল বিভাগ কর্মরত কর্মীরা নিজেদের সন্তান, স্ত্রী, পিতা, মাতার চিন্তা না করে দিনরাত জীবনের পরোয়া না করে কাজ করে চলেছেন।তখন তাদের পূর্বসূরীরা, যারা কিনা আবার পক্ষপাতদুষ্ট প্রাক্তন আমলা। এই সকল প্রাক্তন আমলারা বলে চলেছেন, করোনা পরিস্থিতিতে দেশের মুসলমানদের সঙ্গে বিভেদ মূলক আচরণ করা হচ্ছে? আমি অনুভব করছি যে তারা বর্তমানে কর্মরত সহকর্মীদের কঠিন পরিস্থিতিতে মনবল বাড়ানোর জন্য কোনও মন্তব্য করছেন না। এই সকল আমলারা কেন নিজেদের চিঠিতে মুরাদাবাদ, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, বিহারের মতিহারি এবং আওরঙ্গাবাদের লজ্জাজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করেননি। যেখানে কিছু মুসলমানরা চিকিৎসক দল ও পুলিশকর্মীদের লক্ষ্য করে পাথর ছুড়েছিল। চিকিৎসক দলের তরফ থেকে এদের আগেই জানানো হয়েছিল যে এরা করোনা চিকিৎসার জনই এসেছেন। কিন্তু তাদের স্বাগত জানানোর পরিবর্তে তাদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হল। পাথর নিক্ষেপকারীদের মধ্যে মহিলারাও ছিলেন। পাথরের ঘায়ে আক্রান্ত ও রক্তাত্ব চিকিৎসকের মুখ গোটা দেশ দেখেছিল। তবে মনে হচ্ছে এই ছবিগুলি মুখ্যমন্ত্রী এবং উপরাজ্যপালকে চিঠি দেওয়া আমলারা দেখেনি। এই সকল লোকেদের কাজই হচ্ছে মোদী সরকারকে মুসলমান হিসেবে তুলে ধরা। এদের নিজস্ব এজেন্ডা রয়েছে। যে গ্রুপে হর্ষ মন্দরের মতো ব্যক্তি থাকবে, তখন বুঝতে হবে উচ্চ খেলা খেলছে। হর্ষ মন্দার শাহিনবাগের আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিল যে, 'সুপ্রিম কোর্ট এবং সংসদের কাছ থেকে আর কোনও আশা নেই। তাই আমাদের পথে নামতে হবে।' মন্দারের এই বিষাক্ত বক্তব্য কয়েক হাজার মানুষ শুনেছিল। টিভি চ্যানেলগুলিও এই ভাষণ প্রচারিত হয়েছিল। যখন তার সংসদে বিশ্বাস নেই বা সুপ্রিম কোর্টের উপর আস্থা নেই, তখন কেন তিনি মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি লিখছেন। তিনি কি এখন ভারতের বিচার ব্যবস্থা ও সরকারের প্রতি আস্থা অর্জন করেছেন? এখন আসা যাক অশোক বাজপেয়ীর কথায়। তিনি পুরষ্কার ফিরিয়ে দেওয়া গ্যাং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কান্ডারী। তাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। তার লেখনী নিয়ে কোনও সাধারণ পাঠক কি সচেতন বা জানে? একদম নয়। এবং এটি তাদের বৃহত্তম ব্যর্থতা। এর মতো কথিত লেখক এবং কবিরা একটি একক রচনা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, যা তাদেরকে জনসাধারণের সাথে সংযুক্ত করতে পারে।

অশোক বাজপায়ী জি ভাবছেন দেশে মুসলমানদের প্রতি বঞ্চনা করা হচ্ছে। সাধুদের হত্যায় এরা নীরব থাকে। মহারাষ্ট্রে সাধুদের নির্মম হত্যায় এরা ব্যাথিত নন। এরা তখন মহারাষ্ট্র সরকারকে কোনও প্রশ্ন করেননি। এমনকি জুলিয়াস রিবেরোও এই প্রশ্নও করেননি। সর্বোপেরি, তাঁর রাজ্যে, দুজন সাধুকে মারধর করা হয়েছে এবং নৃশংসভাবে মারধর করা হয়েছে।আসলে সেই সাহস তাদের নেই। নিজেকে মানবাধিকারকর্মী বলা হর্ষ মন্দরের নীরব রইলেন। সাধু হত্যার বিষয়ে তারা একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। অমিতাভ পান্ডে বা জওহর সরকার নিয়ে মন্তব্য করার কোনও মানে নেই। তারা বার বার তাদের ফেসবুক ওয়ালে মোদী সরকারের নিন্দা করে চলেছে।এখানে প্রশ্নটি নিন্দা বা প্রশংসা করার নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কি সত্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন? আপনি কি দেশের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন? যদি সেটা হতো তবে এই সকল বাবুদের চিঠি নিয়ে কারো কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু আপত্তির কারণ হল পুরো বিশ্ব যখন করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে তখনও তারা সরকারকে অসম্মানিত করার চেষ্টা করছে। সংকট আরও গভীর হচ্ছে। এখনও অবধি করোনা ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের আশা নেই। সারা বিশ্বজুড়ে করোনার কারণে মৃত্যু মিছিল কমছে না। প্রাক্তন সরকারী আমলাদের যদি সরকারের বিরুদ্ধে এতই অভিযোগ থাকে তবে তারা প্রতিবাদ করে পেনশন নেওয়া বন্ধ করে দিক। এ জাতীয় কোনও পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তারা একটি উদাহরণ উপস্থাপন করবে এবং তাদের ধূলিকণায় বিলীন হতে চলা মর্যাদা কিছুটা হলেও বাঁচাবে। মহামারীতে বিভ্রান্তিকর প্রচার ও দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য সরকারের উচিত এদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

(লেখক সম্পাদক ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সংসদ)

ভারতে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পূর্বাভাস

হরিগোপাল দেবনাথ

আমাদের দেশে আর্থিক শোচনীয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয়ের পূর্বাভাস সম্পর্কে লিখতে বসেও এ মুহূর্তে একটা বড় রকমেরই মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়ে গেছি। এর কারণ আর কিছুই নয়—মাত্র একটি শব্দ 'পূর্বাভাস' কথাটিই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। কেননা, পূর্বাভাস বলা যাবে সেক্ষেত্রে, যার সূচনা এখনও হয়নি, হতে চলেছে এই আশংকা দেখা দিয়েছে। কিন্তু ভারতের আর্থিক করুণ অবস্থার শুরু তো হয়ে গিয়েছিল আরও বহুকাল পূর্ব থেকে— যখন ভারত ব্রিটিশ -সাম্রাজ্যবাদীদেরই শাসনাধীন ছিল। আরেকটু যদি পেছিয়েও যাই, তাহলে বোধ হয়, আরও সঠিক বিচারই করা হবে। ভারতে তথা বাঙলায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোং-এর আগমনের পূর্বেও এদেশ শাসন করেছিল মুসলিম শাসকবর্গ খিলজিরা, পাঠানরা ও মোগলরা, এর পূর্বে আর না হয় নাই এগুলাম। তুর্কী, খিলজি, পাঠানরা এদেশে এসেছিল লুন্ঠন করতেই তাই তারা লুন্ঠনই চালাত। মোগলরা প্রথমে যে উদ্দেশ্য নিয়েই এদেশে আসুক না কেন, ক্রমশঃ তারা দেশটার মানুষও মাটি উভয়কেই ভালবেসে ফেলেছিল। তথাপি তারও যে পুরোদমেই শোষকের ভূমিকা নিতনা তা নয়। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশেরা এদেশটাতে এসেছিল হামাদিপনারই মানসিকতা নিয়ে এর সাক্ষ্য বহন করে চলেছে আমাদের ইতিহাসই। অবশ্য ঔপনিবেশিক শোষক আর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা যে কতটা নীচু স্তরের শোষক তা তাদের নিষ্ঠুরতা, দুর্ধর্ষতা, সেয়ানাপনা ইত্যাদির মাধ্যমে আচরণ দিয়েই তারা প্রমান রেখে গেছে। যাক, আমার আলোচনার মূল প্রসঙ্গটি ছেড়ে এ মুহূর্তে ওই আলোচনায় যাচ্ছি না, শুধু একটা কথাই এ প্রসঙ্গে রেখে যাচ্ছি যে, সেই সেয়ানা ব্রিটিশকে তাড়াতে চেয়ে আমাদেরই পূর্বসূরীরা আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন যে মহৎ-উদ্দেশ্য ও শুভ কামনা নিয়ে আমরা কিন্তু অদ্যাবধি সেই লক্ষ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রয়েগেছি। বরং এইটুকু না বলে আমাদের বলা অধিকতর সঙ্গত হবে যে, সাদা চামড়ার শোষকের বদলে এখন যে বাদামী চামড়ার শোষকদের কবলে আমার নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়ে চলেছি, এ যন্ত্রণা বোধ হয় পূর্বাপেক্ষা আরও বেদনাদায়ক, মর্মঘাতী ও আস্থানীয়। ব্রিটিশরা চলে গেছে আজ সাত দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। এ সময়ে ১৩০ কোটি ভারতবাসীর প্রায় ৪০ কোটি মানুষের দু'বেলা পেটভর খাবার জুটে না, দেশের মাত্র ১ শতাংশ পুঁজিপতিদের হাতে ভারতের জাতীয় সম্পদের ৫১.৪৩ শতাংশ কবলিত। সারাদেশে শিক্ষিত ও কর্মক্ষম বেকারের সংখ্যা ৮ কোটির ওপরে। দেশের লোক সংখ্যার প্রায় ৬৭ শতাংশ এখন বি পি এল —ভুক্ত হবার কথা যাদের দৈনিক আয় গড়ে ২০ টাকারও নীচে।

স্বাধীনোত্তর ভারতে গত শতাব্দীর ৯-এর দশকের ভারতের তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধেয় ভেঙ্কটরমনের একটি উক্তি উল্লেখ করছি , যা থেকে সহজেই সেই সময়কার ভারতের একটু রূপালেখ্য ফুটে উঠেছে। তিনি গত ১৯৯০ সালের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যেও ভাষণ রাখতে গিয়ে বলেছিলেন যে কথাগুলো ,তার খানিকটা বঙ্গানুবাদ আমার মত করে বর্ণনা করছি। তিনি বলেছিলেনঃ--- ভারতের এক -তৃতীয়াংশ মানুষ এখনও বলতে হবে প্রাণে বেঁচে আছে মাত্র। আমাদের দেশটাতে ধনী ও দরিদ্রের শহরের বাসিন্দা ও পল্লী-গ্রামের বাসিন্দা, শিক্ষিত আর নিরক্ষরের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান এখনও বিদ্যমান। ভারতের কোন শিশু সে শহরের পথশিশুই হোক কিংবা কোন পল্লীবালিকা উভয়েই অপুষ্ঠিজনিত অক্ষমতার শিকার। জনগণের বিশাল অংশই আমাদের প্রগতির সীমারেখার বাইরে পড়ে আছেন। আমাদের সামাজিক অবস্থাটা যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে অনুভব করি যে, বাতাস ভারী হয়ে আছে বিদ্বেষ বাষ্পে। পাশাপাশি অবস্থানরত সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংঘর্ষে লিপ্ত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে। স্থানান্তরিতদের Migrat সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছেন স্থানীয়রা, দেশের কর্ষকদের সঙ্গে বিবদমান শহুরেরা। উপজাতিদের সঙ্গে সংঘের্ষ চলেছে সমতলবাসীদের যাতে করে জাতীয়তাবোধ ম্লান হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জনসাধারণ নিজেদের ভেতরকার বৈশাদৃশ্যটাকে ফাঁপিযে তুলতে গিয়ে সাদৃশ্যটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

উপরের এই কথাগুলোই ওইদিনকার জাতির উদ্দেশ্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি-কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের ভাবার্থ। এর মধ্যে ইষ্ট দেবতার নাম নিয়েই উল্লেখ করছি যে, আমার নিজস্ব মতামত বা কোনরূপ বিকৃত বর্ণনা এখানে নেই। তাহলে পাঠক বর্গের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা ১৯৯০ সালের থেকে বর্তমানে ২০২০ সালে এসে আমরা এগিয়েছি, না পিছিয়ে পড়েছি? এই প্রসঙ্গই মহামান্য রাষ্ট্রপতি এর আগের বছরে (১৯৮৯) একই রকম ভাষণ দিতে গিয়ে প্রখ্যাত প্রাক্তন মহিলাকবি মহাদেবী বর্মার লিখিত এক কবিতার কয়েকটি লাইন উল্লেখ করেছিলেন। সেই লাইনগুলোর মর্মার্থটুকু এইরকম ঃ -এটাই ভাগ্যের পরিহাস যে, যে দেশ কিনা পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম ও মহাকাশযান আর্যভট্ট, মহাকাশে প্রেরণ করে, সেই দেশ তার দেশবাসীকে দুঃস্থ ও দরিদ্র বানিয়ে রাখে। শ্রদ্ধেয়া কবির মর্মান্তিক আক্ষেপটুকু সহৃদয় পাঠকবর্গ, আপনারাই উপলব্ধি করুন।

এবার আমার ফিরে আসছি আমাদের সামসাময়িক কালে। আজ যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর দেশবাসীকে জানান দিতে বাধ্য হলেন দেশের আর্থিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে সাবধান-বানী শোনতে সে কি শুধুই নতুন বিপদ-সংকেত, না ব্রিটিশ-পরিত্যম ভারতেরই গোড়াকার সৃষ্টি? ভারতের প্রয়াতা প্রবীণ মন্ত্রী ইন্দিরাজী ভারতবাসীকে শ্লোগান শুনিয়েছিলেন গরিবী হটাবেন বলে। হটানো শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ যদি 'দূর করাই 'বোঝায়, তাহলে ছোট্ট একটি প্রশ্ন---ভারতে এখন গরিবানা হটেগেছে, না গরিবরাই হটতে হটতে দেওয়ালে গিয়ে পিঠ ঠেকিয়েছে? বিচার করুন। এরও পূর্বে ইন্দিরা-জনক নেহেরুজী ভারতবাসীকে দেশের রূপকার (?) ও প্রথম প্রধান মন্ত্রী রূপে উপহার দিয়ে ছিলেন মিশ্র অর্থনীতি। অর্থাৎ ৎপনিবেশিক শোষক ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদেরই যোগ্য উত্তরাধিকারী দেশীয় পুঁজিপতিদের ক্রীড়নক হিসেবে তিনি ক্যাপিটালিজমকে বহাল তবিয়তে নিরুপদ্রুত রাখতেই মিশ্র অর্থনীতির নামে ভারতবাসীকে একটি বড় ধোঁকা দিয়েছিলেন মাত্র। পরবর্তীকালে ড. মনমোহনজী মুক্তবাজার উদার অর্থনীতি প্রবর্তন করে সেই পুঁজিবাদের গাছটার গোড়াতে জল ও সার দিয়ে গেলেন,

প্রায় দশককাল আগে আন্নাহাজারেজী ক্ষেপে উঠে তুলকালাম কান্ড শুরু করে দিলেন।---দেশ থেকে দুর্নীতি হটাবেন বলে ব্রিটিশরা দেশ ছাড়ার আগে যাঁদের নিয়ে আমাদের সংবিধানের খসড়া রচনা হয়েছিল, সেই পুঁজিপতি, বিত্তবান, জমিদার, প্রভাবশালী ও প্রতাপশালীদের অন্যতম গান্ধীজির পদাংক অনুসরণ করে আন্নাজী অনশনের পর অনশন চালালেন। ভারতবাসীর বিরাট অংশের মানুষ সেদিনও বুঝতে ভুল করেছিলেন যে, ভারতীয় রাজনীতিতে Marriage between crime and politics অথবা an illicit love game betwen corruption and polities সেই সুবাদেই মাননীয় মোদিজীরও দরজা খুলে গেল ব্যস। ফল যা' হবার তাই হয়ে চলেছে। প্রেমিয়ার বনায়া তো ডর্না ক্যা? ইংরেজী প্রবাদ রয়েছে— As you sow, so you reap বাংলায় আরও সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে---যেমন কর্ম তেমন ফল পাপ করলে রসাতল। দেশভক্ত ভারতবাসী, দেশপ্রেমিক ভারতবাসী, শান্তি প্রিয় ভারতবাসী ভারতমাতা ভারতবর্ষকে Digital India বানিয়েছেন এখন সুখে হোক দুঃখে হোক তাকে নিয়েই বাঁচতে হচ্ছে। আর যদি এই শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হয়, তাহলে একটিমাত্র পথই খোলা রয়েছে— সেই পথটি হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্যে আন্দোলন গড়ে তোলা। একটি মাত্রই হবে শ্লোগান—আমরা চাই অর্থনৈতিক গণতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনেতিক ক্ষমতা থাকবে দেশের জনগণের হাতে আর রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। দেশ থেকে শোষণ নির্মূল করতে হবে ও সে জন্যে চাই পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদের উচ্ছেদ। অর্থনৈতিক ক্ষমতার পরিচালক হবেন স্থানীয় সরকার। সুতরাং বর্তমান সিস্টেমকে খোল্ -নলচে সহই পাল্টাতে হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই দুর্ভাগ্য দেশ ভারতবর্ষের সত্যিই পোড়া কপাল। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'—সত্যি সত্যিই ভারতে আজ এই পরিমাপের মানুষের ঘাটতি হয়ে গেছে। এখন 'দিতে হবে' আর পেতে হবে' এসব গোষ্ঠীর লোকদেরই ভীড় বাড়ছে। অধিকাংশের ধ্যান জ্ঞান হচ্ছে 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম' এরাই আজ এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই সমাজচেতনা নেই বলে, আত্মসুখতত্ত্বেই সবাই নিমগ্ন বলে এই শ্রেণীর লোকেরাই সংখ্যায় বেশী। তাই এরা নৈতিক চেতনাহীন, ভোগ-বিলাস-প্রিয় ও আত্ম মর্যাদা সম্পর্কে উদাসীন বলেই ওদের সাহসিকতাও তেজস্বীতার অভাব। তাই সমাজে বা দেশে কী চলছে তা নিয়ে ওই কাপুরষও নীতিহীন লোকেরা মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নন বলেই বৈশ্যশ্রেণির লোকেরা দেশ শোষণের ষ্টীম রোলার চালাবার সুযোগ পেয়ে যায়। আর বৈশ্যশ্রেণির লোকেরা অর্থাৎ পুঁজির মালিকরা আসল টাকা ছড়িয়ে টাকায় বশ মানিয়ে, টাকার মোহ দেখিয়ে, জড়-শক্তি প্রয়োগকরিয়ে, জোরে ভোট আদায় করে টাকার জোরে সমর্থক-সংখ্যা বাগিয়ে নিয়ে প্রতিবার ও বহুবার এভাবেই ওদের গণতন্ত্রে বিজয় লাভ করেছে আর দেশের আপামর জন সাধারণকে "চিনির বলদ" বানিয়ে চিনির আস্বাদনে রসনাতৃপ্তি করে চলেছে। তাই দেশে পুঁজিপতিরা লক্ষ লক্ষ কোটি কালোটাকা বাইরে পাচার করে নিয়ে বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা রেখে ব্যববসায় খাটিয়ে সুদও মুনাফা ভোগের অথবা দেশের ব্যাঙ্ক খালিকরে ঋণ নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যান। সরকার বা প্রশাসন তো তাদের কাছে সর্বদাই নতজানু হয়ে আছে। আসলে, দেশটার ইজারাদার তো ওই সব বিত্তবানেরা আর সরকার যারা চালান তারা তা দেরই নায়েব গোমস্তা বা চৌকিদার সুতরাং এহেন অজগর, রাঘব বোয়াল, হা ে ্য. না, দানো-দৈত্য-রাক্ষস-পিশাচদের শাসন ক্ষমতা থেকে না হটিয়ে দেশের মানুষের দুঃখ মোচনের কথা মুখে আনলে তাতে—'বাবু, ঘোড়ায়ও হাসবে'। ঘোড়ায় হাসার গল্প জানেন তো? ঢাকা শহরে নাকি ঘোড়াটানা গাড়ীর মালিকের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে দর-কষাকষি করলে, সওয়ারীকে গাড়োয়ানারা এই কথাগুলিই শুনিয়ে দেয় ঘৃণাভারে

ভারতে আর্থিক দুরবস্থা সৃষ্টির একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে---মুদ্রাস্ফীতি। আর এই মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টিরও অন্যতম কারণ হচ্ছে অর্থকে কুক্ষিগত করে রাখা ভারতের মাত্র ১০ শতাংশ লোকের হাতে কুক্ষিগত রায়েছে মোট জাতীয় সম্পদের ৭৭ শতাংশ আর মাত্র ১ শতাংশ লোকের হাতে রয়েছে ৫১.৪৩ শতাংশ। এই টাকার মালিকরা টাকাকে গচ্ছিত ও কুক্ষিগত করে রাখে অধিক থেকে অধিকতর মুনাফা বা সুদ পাওয়ার লোভে। ওই টাকা ওরা মূলধন হিসেবে খাটায় না চড়া হারে সুদ বা মুনাফা না পেলে। টাকার মূল্যায়ন বাড়ে টাকা সচল থাকলে, নইলে নয়। সুতরাং দেশে মুদ্রাস্ফীতির জন্যে প্রথম দায়ী দেশ পরিচালকগণ, তারা সুযোগ করে দেন বলে আর দ্বিতীয় দফায় দায়ী হবেন টাকার ওইসব মালিকেরা। আরেকটা কথা হল, মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে, উৎপাদন কমে যায় ও এর ফলে সাধারণ ভুক্তাদেরও ক্রয় ক্ষমতার অবনতি ঘটে। ফলে বাজারে পণ্য দ্রব্যের চাহিদা নেমেস আসে। তার ফলে কারখানার উৎপাদন বন্ধ হলে বা কমে এলে হয় কর্মচারী ছাঁটাই। বেড়ে যায় জনদুর্ভোগ। এথেকেই সহজে বোঝা যাচ্ছে, দেশের আর্থিক অবনতি তথা শোচনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির মূল উৎস কোথায়।

এ প্রসঙ্গে প্রতিটি প্রবক্তা দার্শনিক শ্রী পি, আর সরকারের একটি মন্তব্য থেকেও আমরা মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারি ঃ- "পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক রাস্তায় পুঁজিপতিদের জন্যে মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদন পরিচালিত হয়, বিশেষ কোন ব্যষ্টি বা গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রে অর্থভাণ্ডারে মুনাফা নিয়ে গিয়ে জমা করা হয়। কম্যুনিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুনাপার ছিটে ফোঁটা অংশ ছাড়া সবটাই জমা পড়ে রাষ্ট্রভাণ্ডারে। প্রকৃত উৎপাদককরা পায় মুনাফার অতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ উভয় ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের অস্তিত্ব বিরাজমান। ফলে যখনই নতুন বিনিয়োগ করা হয়, তখনই দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতি।"

সুতরাং ভারতে চলমান বা উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে কী করা আশু কর্ত্তব্য তা শুনে নিন, এবার শ্রী পি, আর সরকারেরই মুখ থেকে " বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর একেবারে খোল্নলচে পাল্টে ফেলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে একেবারে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের অর্থনৈতিক কাঠামো। সেই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায মুষ্ঠিমেয় পুঁজিপতির হাত অর্থশক্তি সামাবদ্ধ বা সচল না থেকে তার চলমানতা পুরোমাত্রায় যেমন যেমন অব্যাহত রাখবে তেমনি তার ফলে সমষ্টি দেহের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনও বলিষ্ঠ ও প্রানোচ্ছল হয়ে উঠবে।"

রবিবার বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। পাশে বিধায়ক আশীষ সাহা। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত পাঁচ হাজার ৪১৬, মৃত্যু ১৪৫

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৬।। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১৪৫ জনে। আক্রান্ত হিসেবে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আরও ৪১৮ জন। এতে দেশে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে পাঁচ হাজার ৪১৬। এছাড়া নতুন করে সুপ্ত' হয়েছেন আরও নয়জন। ফলে মোট সুপ্ত' রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ১২২ জনে।

রবিবার দুপুরে ঢাকায় স্বাপ্ত্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপপ্ত্যপন করেন স্বাপ্ত্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

তিনি জানান, করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় তিন হাজার ৬৮০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে তিন হাজার ৪৭৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। সব মিলিয়ে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৬ হাজার ৫৮৯টি। নতুন যে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে আরও ৪১৮ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। ফলে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার ৪১৬ জনে। আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মারা গেছেন আরও পাঁচজন, এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১৪৫ জনে। এছাড়া সুপ্ত' হয়েছেন আরও নয়জন। ফলে মোট সুপ্ত' হয়েছেন ১২২ জন। নতুন করে যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে তিনজন পুরুষ ও দুজন নারী। চারজন রাজধানীর এবং একজন ঢাকার দোহারের বাসিন্দা। এদের মধ্যে ১০ বছরের কম বয়সী এক শিশুও রয়েছে। এ শিশুটি কিডনিজনিত সমস্যায় (নেফ্রোটিক সিনড্রোম) ভুগছিল। এরই মধ্যে তার করোনা পজিটিভ আসে। বাকিদের মধ্যে ষাটোর্ধ একজন এবং পঞ্চাশোর্ধ তিনজন। করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকার এবং স্বাপ্ত্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাপ্ত্য সংপ্ত'র পরামর্শ- নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয় বুলেটিনে। চীনের উহান থেকে গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস এখন গোটা বিশ্বে তাণ্ডব চালাচ্ছে। চীন পার্টি'তি অনেকটাই সামাল দিয়ে উঠলেও এখন মারাত্মকভাবে ভুগছে ইউরোপ-আমেরিকা-এশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল। এ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সোয়া ২৯ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে দুই লাখ। তবে সোয়া আট লাখের বেশি রোগী ইতোমধ্যে সুপ্ত' হয়েছেন।

গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। এরপর প্রথম দিকে কয়েকজন করে নতুন আক্রান্ত রোগীর খবর মিললেও এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এ সংখ্যা। বাড়ছে মৃত্যুও। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। নিয়েছে আরও নানা পদক্ষেপ। এসব পদক্ষেপের মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে সামাজিক দূরত্ব বজায়, বিশেষত ঘরে রাখা। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনী, র‍্যাব ও পুলিশের টহল জোরদার করেও মানুষকে ঘরে রাখা যাচ্ছে না বিধায় করোনাভাইরাসের বিস্তার উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।

করোনা নিয়ে ফেসবুকে বিভ্রান্তিমূলক পোস্ট, প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন প্রাক্তন জিপি সভাপতি ও গ্রুপসদস্য

কাটিগড়া (অসম), ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে কোনও ধরনের বিভ্রান্তিমূলক খবর না ছড়াতে বারণ করেছিল রাজ্য প্রশাসন। এ ব্যাপারে কড়া নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের এই নিষেধাজ্ঞাকে পাত্তা না দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে করোনা সংক্রমণ নিয়ে একটি বিভ্রান্তিমূলক পোস্ট করেছিলেন জারইলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর গ্রুপ সদস্য আব্দুল মুনিম লস্কর। পরে জারইলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সভাপতি বিনায়ক সোম ও তাঁরর স্ত্রী বাবলী সোমের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে শুক্রবার আব্দুলের পোস্টটি শেয়ার করার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয়রা এদের চেপে ধরলে, নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। জল থানা পর্যন্ত গড়ানোর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তবে এর আগেই আব্দুল মুনিম লস্কর ও বিনায়ক সোমরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিলে জল আর বেশি দূর গড়ায়নি। কিছু সচেতন নাগরিকের তৎপরতায় ওয়ার্ড সদস্য আব্দুল মুনিম লস্কর পোস্টটি ডিলিট করেন এবং রবিবার সন্ধ্যায় এই ভুল তথ্য ছড়ানোর জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চান। সঙ্গে প্রাক্তন জিপি সভাপতি বিনায়ক সোমও এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক পোস্ট শেয়ার করবেন না বলে প্রকাশ্যে ক্ষমা চান।

আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের ভাড়া কম নিতে পিজি, হস্টেল ও ভাড়াবাড়ি মালিকদের প্রতি আবেদন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : মহামারি করোনা সৃষ্ট পরিস্থিতিতে একে অপরের আশ্রয়দাতা হতে হবে, ছাত্রছাত্রীরা যে সব পিজি, হস্টেল এবং ভাড়াবাড়িতে রয়েছেন, সেই সব হস্টেল, ভাড়াঘরের মালিকদের কাছে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

রবিবার রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের সভাকক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী এই আবেদন রেখে বলেন, যে সব ছাত্রছাত্রী পেয়িং গেস্ট (পিজি) বা ব্যক্তিগত হস্টেলে রয়েছেন তাঁদের অভিভাবকরা বর্তমান পরিস্থিতিতে আর্থিক সংকটে ভুগছেন। শুধু তাঁরাই নন, মহামারির প্রকোপে বর্তমানে সকলেই আর্থিক সংকটে পড়েছেন। তাই এপ্রিল মাসের ভাড়া ৫০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়ার জন্য মালিকপক্ষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা। ঠিক একইভাবে বেসরকারি কর্মচারীরা যে সব ভাড়াঘরে রয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও কিছু শতাংশ রেহাই দেওয়ার অনুরোধ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শর্মা। তবে এক্ষেত্রে সরকারি আধিকারিকদের রেহাই না দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

করোনা : সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়তে শিল্পীসমাজের ভূমিকার প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের

গুয়াহাটি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : মহামারি করোনা সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে অসমের শিল্পীসমাজেদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। রবিবার রাজ্যের ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের প্রযোজক, কলাকুশলী, বয়োজ্যেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী সমেত মোট ৫২ জন শিল্পীর সঙ্গে ফোনে কথা বলে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন নৃত্যাচার্য যতীন গোস্বামী, প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী তথা বাঁশিবাদক প্রভাত শর্মা, লোকসংগীত শিল্পী ধনদা পাঠক, প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালক ভূপেন উজির, সংগীত শিল্পী নমিতা ভট্টাচার্য, মনীষা হাজরিকা, মালবিকা বরা, কুল বরুয়া, বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক রমেন চৌধুরী, অভিনেত্রী বিনা বারুবতী, সংগীত শিল্পী অনিমা চৌধুরী প্রমুখদের সঙ্গে। করোনা ঠেকাতে সরকারের বেঁধে দেওয়া নিয়মনীতি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন তিনি।

প্রথম করোনা আক্রান্তের হদিশ ঝাড়গ্রামে, জেলা জুড়ে আতঙ্ক

ঝাড়গ্রাম, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): প্রথম করোনা ভাইরাস ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের একজনের পজিটিভ এসেছে। এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই ওই ব্যক্তি যে সমস্ত গ্রাম গুলিতে গিয়েছিলেন সেই সমস্ত গ্রামের প্রবেশ পথে ব্যারিকেড করে পথ আটক করেছেন বাসিন্দারা। আক্রান্ত ব্যক্তি পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকড়ার বড়মা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আর তারপরেই আতঙ্ক তৈরী হয়েছে। স্থানীয় এবং অন্যান্য সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তি লক ডাইনের আগে এগরা থেকে ফিরেছিলেন। তিনি রাজ মিস্ত্রির কাজ করতেন।স্থানীয় মানুষ জন জানাচ্ছেন ওই ব্যক্তি বিভিন্ন গ্রামে সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল, মাছ ধরেছিলেন।ঝাড়গ্রাম ব্লকের ঝাটিবাঁধ, গজাশিমুল, লাউড়িয়াদমের সহ বেশ কিছু গ্রামে ঘোরাঘুরি করেছেন।এছাড়াও সাঁকরাইল ব্লকের গুড়কুন্দা, লাউদহ গ্রামের একটি পাড়ায় গিয়েছিলেন বলে স্থানীয় মানুষ জন জানাচ্ছেন। ওই সব এলাকার গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।সাঁকরাইল ব্লকের লাউদহ গ্রামের সে পাড়াতে ওই ব্যক্তি গিয়েছিলেন সেই পাড়ার লোকজন এদিন পাড়ার প্রবেশ পথ আটকে দিয়েছে।গ্রামে যাতে বাইরের জেলা বা অন্য রাজ্যের লোকজন না প্রবেশ করে তা লক্ষ করা হচ্ছে।এলাকার একটি সূত্রে জানা গিয়েছে ওই পাড়ায় যাদের সংস্পর্শে ওই ব্যক্তি এসেছিল এমন দশ জনকে কোয়রেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। যাদিও বিষয় নিয়ে প্রশাসনের কেউই মুখ খুলতে চান নি। অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম ব্লকের গজাশিমুল গ্রামের প্রবেশ পথও আটকে দেওয়া হয়েছে বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন।সব মিলিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রথম করোনা আক্রান্তের খবর চাউড় হতেই বিভিন্ন গ্রামে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।একটি সূত্রে জানা গিয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই ব্যক্তির গতিবিধি সম্পর্কে খবরা খবর নেওয়া হচ্ছে।বেশ কিছু জায়গা এবং ব্যক্তিকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রশাসনের সূত্রে জানা গিয়েছে ব্যক্তির দ্বিতীয় একটি পরীক্ষা কর হচ্ছে।

দেশে এই প্রথম, প্রথম প্লাজমা থেরাপিতে সম্পূর্ণ সুস্থ করোনা আক্রান্ত

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): দেশে এই প্রথম প্লাজমা থেরাপির মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন করোনা আক্রান্ত এক ব্যক্তি। এখন সম্পূর্ণ সুস্থ দিল্লির সাকেতের ম্যাক্স হাসপাতালে চিকিৎসাধিন ওই ব্যক্তিকে রবিবার হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।গত ৪ এপ্রিল ৪৯ বছরের ওই ব্যক্তির করোনা টেস্ট পজিটিভ হয়।করোনা সংক্রমণের লক্ষ্মণ তেমন একটা ছিল না। তাঁর শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিল। ৪ এপ্রিলই ম্যাক্স হাসপাতালের কোভিড-১৯ ফেসিলিটিতে ভর্তি করা হয় তাঁকে। পরের কয়েকদিনে রোগীর অবস্থার অবনতি হয়। স্থিতিবস্থা বজায় রাখতে তাঁকে অক্সিজেন দিতে হয়। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন তিনি ও টাইপ-১ রেসপিরেটরি ফেলিওর-ও দেখা দেয়। তাঁকে ৮ এপ্রিল ভেন্টিলেটর সাপোর্ট দিতে হয়েছিল। রোগীর অবস্থার কোনও উন্নতি না হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা প্লাজমা থেরাপির করার অনুরোধ জানান। দেশে তিনিই প্রথম করোনা আক্রান্ত যাঁর রোগ নিরাময়ের জন্য এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়।

করোনা আমাদের স্বভাবেও পরিবর্তন এনেছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): যত্রতত্র থুতু না ফেলতে নিষেধ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মানুষকে অনুরোধ করে বলেন, 'আমাদের স্বভাবেও পরিবর্তন এনেছে করোনা। যেখানে সেখানে থুতু ফেলার কুঅভ্যাস বরাবরের জন্য বদলান। এর ফলে করোনা সংক্রমণ ছড়াতে পারবে না, একইসঙ্গে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে।এদিন প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মাস্ক এখন আমাদের জীবনের আবশ্যিক অঙ্গ। মাস্ক পরলেই আপনি অসুস্থ, এটা ভাবার কারণ নেই। আগে কেউ ফল কিনলে ভাবা হত, তিনি অসুস্থ। সভ্য সমাজের প্রতীক হয়ে উঠবে মাস্ক।

চীন মুসলিম বিশ্বের পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত বন্ধু: ঢাকায় চীনের রাষ্ট্রদূত

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৬।। ঢাকায় চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং বলেছেন, চীন বরাবরই মুসলিম বিশ্বের পরীক্ষিত এবং বিশ্বস্ত বন্ধু। এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে (করোনাভাইরাস) মহামারি মোকাবেলার জন্য চীন দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে। রবিবার ঢাকায় চীনা দূতাবাসের ফেসবুক পেজে পবিত্র রমজানের শুভে'ছা জানিয়ে এক বার্তায় রাষ্ট্রদূত এ কথা বলেন। লি জিমিং বলেন, রমজান ইসলামী জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে। কেননা সারা পৃথিবীব্যাপী মুসলমানরা এই পবিত্রতম মাসে রোজা রাখার মাধ্যমে নিজেদের শরীর, হৃদয় ও আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা করেন। আর এভাবেই রমজান ইসলাম বিশ্বাসীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণের মাস, যা তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিভাবে শান্তি, সহানুভূতি, ও সম্প্রীতির সাথে বছরের বাকি মাসগুলোতে জীবন যাপন করতে হয়। 'সম্প্রীতির সাথে একত্রে বসবাস করা বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের অনুসারী ৫৬টি নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত এক গর্বিত জাতির সদস্য হিসেবে চীনের বিশাল মুসলিম সম্প্রদায়ও রমজান পালন শুরু করেছে।

তিনি বলেন, এ বছর রমজান আমাদের কাছে এসেছে এক শতাব্দীর মধ্যে মানবজাতির জন্য অন্যতম কঠিন সময়ে। গত ডিসেম্বরে কোভিড-১৯ এর প্রথম সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়ার পর থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী ২৭ লাখ করোনা সংক্রমণ এবং এক লাখ ৮৭ হাজার ৮৪৭ জন মানুষের এই সংক্রমণে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বিশ্ব স্বাপ্ত্য সংপ্ত'র তথ্য অনুসারে, এই মহামারি পুরো পৃথিবীকে গ্রাস করছে। আর বাংলাদেশসহ বেশিরভাগ দেশগুলো এখনও এর প্রাদুর্ভাবের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে চাই, বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের চীনের প্রতি সেই সময়োপযোগী ও অমূল্য বপ্প'গত এবং মানসিক সমর্থনের কথা, যখন এই মহামারি প্রথম আমাদের প্রিয় স্বদেশ চীনে আঘাত করেছিল। আর চীনের পক্ষ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারির প্রারম্ভে আমরা আমাদের বন্ধুপ্রতিম বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদান শুরু করি ৫০০ র‍্যাপিড টেস্ট কিটের প্রথম চালান প্রেরণের মাধ্যমে, চীনেরও ওই সময়ে যার ব্যাপক প্রয়োজন ছিল। তারপর থেকেই চীন বাংলাদেশের সাথে রাজনৈতিক দলের প্রতি রাজনৈতিক দলের, সরকারের প্রতি সরকারের, সমাজের প্রতি সমাজের এবং চিকিৎসাবিদদের প্রতি চিকিৎসাবিদদের সামগ্রিক সহযোগিতা ও বহুপাক্ষিক মিথষিসঢ়;ক্রয়া জোরদার করেছে। চীন অদ্যাবধি টেস্টিং কিট, টিউব, ভেন্টিলেটর, মাস্ক, থার্মোমিটার, গগলস এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জামসহ লক্ষ লক্ষ চিকিৎসা সামগ্রী ও উপকরণ প্রদান করেছে। চীনা কোম্পানিগুলো এবং জ্যাক মা ফাউন্ডেশন ও আলিবাবা ফাউন্ডেশনের মতো দাতব্য সংগঠনগুলোও বাংলাদেশকে বিপুল সংখ্যক চিকিৎসা সামগ্রী ও উপকরণ দিয়েছে। রোহিঙ্গা ভাই-বোনদেও জন্য টন কা টন চালবাহী কার্গো চট্টগ্রাম পৌঁছেছে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংদেশে বৃহৎ প্রকল্পগুলোতে সংশ্লিষ্ট চীনা কোম্পানি করোনা পার্টি'তির কারণে সৃষ্ট সকল অসুবিধা ও হতাশা সত্ত্বেও নিরলসভাবে কাজ কওে যা''ছ। পুরোপুরি চীনা অর্থায়নে গড়া চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্রকে কোভিড-১৯ রোগীদের জন্য একটি অপ্প'য়ী হাসপাতালে রূপান্তর করা হবে। অধিক', চিকিৎসক, নার্স এবং প্রযুক্তিবিদদের সমন্বয়ে বিশেষজ্ঞদের একটি চীনা চিকিৎসা দল ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তার জন্য বাংলাদেশে আসছে। তিনি আরও বলেন, কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ এবং কার্যকর সহযোগিতা সামগ্রিকভাবে চীন এবং ইসলামী বিশ্বের মধ্যকার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকেই যখন চীনে ইসলামের প্রথম প্রচলন হয়েছিল, তখনই বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যমে এই দুটি প্রাচীন সভ্যতার পারস্পরিক মেলবন্ধন শুরু হয়।

বাংলাদেশে করোনায় মৃত হিন্দুদের দেহ সৎকারের জন্য হিন্দু মহাজোটকে দেওয়া হচ্ছে না : গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৬।। বাংলাদেশে করোনায় মৃত হিন্দুদের দেহ সৎকারের জন্য হিন্দু মহাজোটকে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক।তিনি বলেন,বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে মৃত হিন্দুদের দেহ সৎকারের জন্য বাংলাদেশ সরকার মুসলিম সংস্থা মারকাজুল আল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করছে।সরকারের এই সিদ্ধান্তে আপত্তি তুলে করোনায় মৃত হিন্দুদের দেহগুলো আমরা আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে সৎকারের দাবি জানিয়েছি।

হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক আরো বলেন, করোনায় মৃত হিন্দুদের দেহ সৎকারের জন্য আমরা একটি টিম করেছি। কিন্তু হিন্দুদের দেহগুলো আমাদের দেওয়া হচ্ছে না। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী হাসপাতালগুলো মুসলিম সংস্থা মারকাজুল আল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করছে। আমরা আবেদন জানিয়েছি যেন সরকার হিন্দু দেহগুলো আমাদের কাছে হস্তান্তর করে।

তিনি বলেন, গত শুক্রবার দু'জন হিন্দু মারা যান। মৃতের পরিবারের অনুরোধে হিন্দু মহাজোটের টিম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে দেহ চাইলেও তারা না দিয়ে দেহ দুটি মুসলিম সংস্থা মারকাজুল আল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করে। পরে অনেক অনুরোধ করে মারকাজুল আল ইসলামের কাছ থেকে দেহ নিয়ে সৎকার করি। তিনি আরও বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই সরকারের কাছে আবেদন করে হিন্দু দেহগুলোর সৎকারের ইচ্ছা পোষণ করেছি। আশা করছি সরকার আমাদের এই আবেদনে সাড়া দেবে।

লকডাউন : ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আন্তঃজেলা যাত্রার সময় বেড়েছে, জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আন্তঃজেলা যাতায়াতের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। রবিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের তথ্য দিচ্ছিলেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী জানান, আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৭ এপ্রিলের পরিবর্তে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে আন্তঃজেলা একমুখি যাত্রা। আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত নিজের নিজের বাসগৃহে যেতে পারবেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আটক মানুষজন। তিনি বলেন, জনসাধারণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত কেবল সরকারি গাড়িই নয়, ব্যক্তিগত গাড়ি করে নিজেরদের বাসগৃহে যেতে পারবেন কেউ। তবে তা হবে একমুখি। একবার যাত্রা করে ফেরত যাওয়া যাবে না।

এখন পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকরা ৭৩ হাজার আবেদন গ্রহণ করেছেন। আজ পর্যন্ত ২৬,৯৫০ জন তাঁদের গন্তব্যস্থানে গিয়েছেন। এখনও ১১,৫৮৮টি আবেদনের যাচাই প্রক্রিয়া চলছে।

এছাড়া ৩৪,৫৫৯টি আবেদন জেলাশাসকরা গ্রহণ করতে পারেননি বলে জানিয়ে বলেন, তাঁরা নিজেদের ঘরে গিয়ে আবার ঘরে আসার জন্য আবেদন করেছিলেন। কেউ কেউ তাঁদের ছেলে বা মেয়েকে নিতে এসে ফের ঘুরে যেতে চেয়েছিলেন। এ ধরনের লোককে ২৮, ২৯ এবং ৩০ এপ্রিল তাদের চলাচলের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। কিন্তু আগে অনুমতিপ্রাপ্ত গাড়ির ব্যক্তি এই অনুমতি পাবেন না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

তাছাড়া অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাসে যাত্রার জন্য যাঁরা বুকিং করেছিলেন তাদের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে, জানান মন্ত্রী। মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব জানান, গতকাল রাজ্যের মোট ২,৫৮৫ জনকে বাসে করে তাঁদের গন্তব্যস্থানে পাঠানো হয়েছে। আজ পাঠানো হয়েছে ১১ হাজার জনকে।

জেরার জন্য অর্ণব গোস্বামীকে তলব করল মুম্বই পুলিশ

মুম্বই, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): ফের পুলিশি জেরার মুখে সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামী। সোমবার সকাল ৯ টায় তিনি হাজিরা দেবেন বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি সোনিয়া গান্ধীকে নিয়ে করা মন্তব্যের জন্য রবিবার তাঁকে নোটিশ দেয় মুম্বই পুলিশ।

সোনিয়া গান্ধীকে নিয়ে করা মন্তব্যের জন্য সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন কংগ্রেস নেতা নীতিন রাউত। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তলব করা হয়েছে তাঁকে। উস্কানিমূলক মন্তব্যে দেশের সম্প্রীতি নষ্ট করছেন এই মর্মে এফআইআর দায়ের হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।যার ফলে জেরার জন্য অর্ণব গোস্বামীকে তলব করে মুম্বই পুলিশ।জানা গিয়েছে সোমবার সকাল ৯ টায় তিনি হাজিরা দেবেন তিনি।

ফের করোনা হানা বেলঘড়িয়ায়

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি স): ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা । ফের করোনা আক্রান্ত বেলঘড়িয়া এক বাসিন্দা। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে চিকিৎসারত তিনি। জানা যাচ্ছে করোনা আক্রান্ত বেলঘড়িয়ার শরৎপল্লির বাসিন্দা। ওই আক্রান্ত পেশায় সরকারি হাসপাতালের নার্স।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হয়েছে ওই আক্রান্তের । ইতিমধ্যে কোয়ারেন্টাইনে আক্রান্তের গোটা পরিবার। উল্লেখ্য,রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০ জন। শনিবার পর্যন্ত রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪২৩। রবিবার করোনা আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ৪৬১।

রবিবার জিরানীয়া থানাধীন শুভামণি পাড়ায় এডিসি ভিলেজে টিএসআর জওয়ানরা দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

দেরিতে বাবা হওয়ার ঝুঁকি

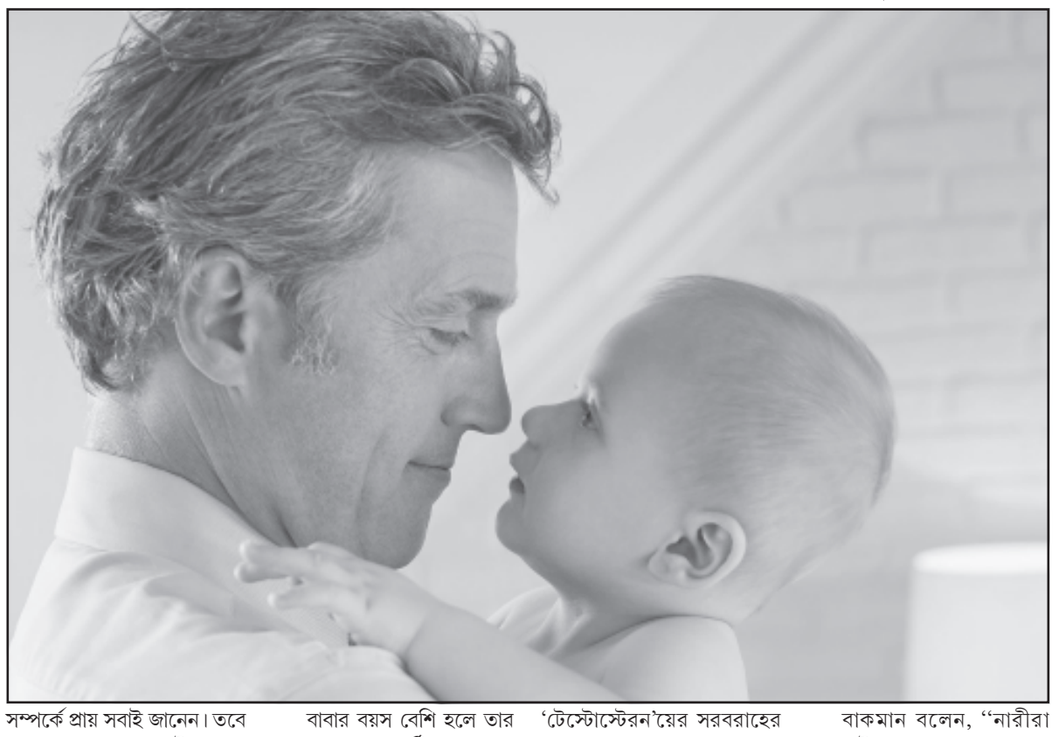

বাবা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারেন স্ত্রী ও সন্তান।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে সংসার শুরু করতে একটু দেরিই হয়ে যায় পুরুষের। তারই সূত্র ধরে পরিবার শুরু করার পরিকল্পনাও পিছিয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে নারীরা যতটা চিন্তিত, পুরুষ যেন ততটাই উদাসীন।

গবেষকরা বলছেন, ''নারীর মতো পুরুষেরও আছে জৈবিক ঘড়ি বা 'বায়োলজিকাল ক্লক' যা নিয়ত গতিশীল। তাই পুরুষ যদি সময়ের কাজ সময়ে না করে তবে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে তার স্ত্রী ও অনাগত সন্তানের উপর।''

একটি দম্পতির সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা, গর্ভাবস্থার জটিলতা এবং সন্তানের স্বাস্থ্য ইত্যাদির ওপর ওই দম্পতির বয়স কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা নিয়ে ৪০ বছর ধরে গবেষণা চালিয়েছেন গবেষকরা।

গবেষকদের মতে, ''যারা সংসার শুরু করতে এর মধ্যেই দেরি করে ফেলেছেন তাদের উচিত হবে বয়স ৩৫ বছর পার হওয়ার আগেই সন্তান নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা।''

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাটগার'স ইউনিভার্সিটির রবার্ট উড জনসন মেডিকেল স্কুল'য়ের উইমেন'স হেল ইনস্টিটিউটের পরিচালক গ্লোরিয়া বাকমান বলেন, ''বয়স ৩৫ পেরোলে নারীর শরীরে যেসব পরিবর্তন আসে তার কারণে গর্ভধারণ ও গর্ভের সন্তানের স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ে, এই বিষয়টা সম্পর্কে প্রায় সবাই জানেন। তবে পুরুষের বয়সও যে একই ধরনের ঝুঁকি বয়ে আনতে পার সে বিষয়ে অধিকাংশ পুরুষেরই জানা নেই।''

'ম্যাচুরিটাস' নামক জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় জানা যায়, বয়স ৪৫ পেরোলে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা কমতে শুরু করে। পাশাপাশি এই পুরুষের কারণেই তার সঙ্গীর গর্ভবস্থাজনীত বিভিন্ন জটিলতা যেমন 'জেস্টেশনার ডায়াবেটিস', 'প্রি-এক্লামসিয়া', 'প্রি-টার্ম বার্থ' ইত্যাদির ঝুঁকি বাড়ে।

বাবার বয়স বেশি হলে তার নবাগত সন্তান সঠিক সময়ের আগেই ভুমিষ্ট হওয়া, প্রসবের সময় মারা যাওয়া, অস্বাস্থ্যকর ওজন নিয়ে জন্মানো, জন্মগতো বিকলাঙ্গতা ইত্যাদির ঝুঁকি বেশি থাকে। বেঁচে থাকলে এই শিশুদের মাঝেই অল্প বয়সে ক্যান্সার, মানসিক অসুস্থতা, প্রতিবন্ধী হয়ে বেড়ে ওঠা ইত্যাদি বেশি দেখা যায়।

বাকমান মনে করেন, এই দুর্ঘটনাগুলো অধিকাংশের পেছনে দায়ী জৈবিকভাবে 'টেস্টোস্টেরন'য়ের সরবরাহের অভাব যা বয়স বাড়ার সঙ্গে কমতে থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আছে শুক্রাণু ও বীর্যের নিম্নমান।

তিনি বলেন, ''বয়সের সঙ্গে মানুষের পেশি যেমন দুর্বল হয়, কমতে থাকে স্থিতিস্থাপকতা, ঠিক তেমনি পুরুষের শুক্রাণুও বয়সের সঙ্গে তার শক্তি হারায়।''

গবেষণায় আরও দেখা যায়, স্ত্রীর বয়স ২৫ বছরের কম হলেও মধ্যবয়সী পুরুষ প্রজনন ক্ষমতা নিয়েও বিপাকে পড়ে থাকেন।

বাকমান বলেন, ''নারীরা বরাবরই তাদের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ে পুরুষের তুলনায় বেশি জ্ঞান রাখে। পুরুষ বিপদে না পড়া পর্যন্ত যৌন কিংবা প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে চিকিৎসকের কাছে যান না। তবে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা নারী-পুরুষ দুজনের জন্যেই জরুরি। আর চিকিৎসকদেরও উচিত ৩৫ পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখনই সন্তান নেননি এমন পুরুষদের এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।''

নারীর চোখে পুরুষের সৌন্দর্য চর্চা

দাড়ি কাটা আর চুল আঁচড়ানো ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও দরকার।

বেশিরভাগ পুরুষই সৌন্দর্য চর্চায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয় না। খুব বেশি হলে মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা, দাড়ি কাটা আর ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ কেউ চুলে ক্রিম বা জেল ব্যবহার করেন। তারপরেও কিছু ব্যাপার থাকে যা হয়ত খেয়াল করা হয় না।

আর এই বিষয় নিয়েই একটি লাইফস্টাইলবিষয়ক ওয়েবসাইট অনলাইন জরিপ চালায়। তারা নারীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন স্বামী, বাবা, বন্ধু বা ছেলে সন্তানের কাছে সৌন্দর্যের বিষয়ে দৈনিক কী কী বিষয় আশা করেন তারা?

অবাক করার মতো না হলেও বেশিরভাগ নারীই ছেলেদের ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা বলেছেন।

জরিপের ভিত্তিতেই পুরুষের সৌন্দর্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নাক ও কানের বাড়তি চুল কাটা

অনেকেরই নাক ও কানের চুল বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে, যা বেশ অস্বস্তিকর। পাশাপাশি এতে ব্যক্তিত্ব যেমন নষ্ট হয় তেমনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে পারেন বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নাক ও কানের বাড়তি চুলগুলো কেটে ফেলা উচিত। নিয়মিত কান পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি।

যেসব পুরুষের চোখের ভ্রু অনেক ঘন এবং ছোট-বড় চুল গজায় তাদের ভ্রু ছোট করার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। ভ্রু ঘন হলে চেহায়ার একটা রাগিভাব আসতে পারে, যা আপনার প্রতি অন্যদের ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। এজন্য চুল কাটার সময় ভ্রু ছোট করে ছেটে নিতে পারেন।

এক্সফলিয়েট

ছেলেদের মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য তেমন একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে ধুলাময়লা আর মরা চামড়ার জমে ত্বক দেখতে মলিন লাগতে পারে। তাই মুখ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনন্ত ভালোমানে ফেইসওয়াশ ব্যবহার করার পাশাপাশি টুকটাক ত্বকচর্চা করা যেতেই পারে। এতে দেখতেও সতেজ লাগবে।

নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা

সুরক্ষার জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে সহজেই ত্বক আর্দ রাখা যায়।

চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা

জরিপে অংশ নেওয়া এক নারী মন্তব্য করেন, ''তারা (ছেলেরা) বোঝে না এটা কত দরকারি। যখন বোঝে তখন মেয়েদেরটা ব্যবহার করে। যেমন আমার স্বামী।''

আসলে ধুলাবালি ও রোদ বা বয়সের কারণে চোখের নিচে কালি পড়তেই পারে। আর এর থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা যেতেই পারে।

নখ ও পায়ের যত্ন

নখ বড় থাকা শরীরের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি ব্যক্তিত্বও হানী করে। এজন্য হাত ও পায়ের নখ ছোট রাখার অভ্যাস গড়তে হবে। বাইরে থেকে এসে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মুছে লোশন ব্যবহার করা উচিত। সেই সঙ্গে সপ্তাহে একবার স্ক্রাবিং করা যেতেই পারে। বিশেষ করে আঙুলের ফাঁকগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার রাখলে দেখতেও ভালোলাগে।

পুরুষের যৌন প্রবৃত্তি বাড়ায় মসলাদার খাবার

আজকের রাতটা প্রেমময় করে তুলতে চান, তবে স্বামীকে রাতে ঝাল খাবার দিন। কারণ 'হট' খাবার ছেলেদের আরও 'হট' করে তোলে।

আর এই তথ্য গবেষণা করে বের করছেন একদল ফরাসি গবেষক।

তাদের গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব পুরুষ মসলাদার খাবার বেশি খেতে ভালোবাসেন তাদের শরীরে টেসটসটেরনের মাত্রা বেশি থাকে। আর এই টেসটসটেরন নাকি যৌন ক্রিয়ায় সহায়ক।

১৮ থেকে ৪৪ বছরের ১১৪ জন পুরুষের ওপর ইউনিভার্সিটি অব গ্রনবেলের বিজ্ঞানীরা এই নিরীক্ষা চালান।

তাদেরকে মসলাদার ম্যাশ পটাটো (আলু ভর্তা) খেতে দেওয়া হয় ঝাল সস আর লবণ দিয়ে। কারা বেশি ঝাল সস দিয়ে খাবার খায় সেদিকে গবেষকরা নজর রাখেন। আর যারা বেশি ঝাল সস দিয়ে খাবার খেয়েছেন তাদের লালা সংগ্রহ করেন টেসটসটেরনের মাত্রা নিরূপণ করার জন্য।

তারা দেখতে পান যে ঝাল সস ও টেসটসটেরনের মাত্রার সঙ্গে পরিষ্কার অর্থেই পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে।

এই গবেষণাপত্রের সহরচয়িতা লরেন্ত বেগের উদ্ধৃতি দিয়ে টেলিগ্রাফ জানায়, নিয়মিত মসলাদার খাবার টেসটসটেরনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। তবে এটা কীভাবে কাজ করে তা এখনও জানা যায়নি।

টেসটসটেরনের মাত্রা কমের সঙ্গে আলস্য অথবা বিষাদগ্রস্ত হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

"সাম লাইক ইট হট" নামের এই গবেষণাপত্র ফিজিওলজি অ্যান্ড বিহেইভিয়র জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

"ডেইট" সফল করার পন্থা

সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন বা বের হচ্ছেন ঘুরতে খেয়াল রাখুন বেশি উত্তেজনা বা ঘাবড়ে গিয়ে যেন দিনটি মাটি না করে দেয়।

আগে দর্শনদারি পরে গুণবিচারি-- ফিমেলফার্স ডটকো ডটইউকে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি পরনের পোশাক যেন আপনার -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

পুরুষের প্রজনন ক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে অন্তর্বাস

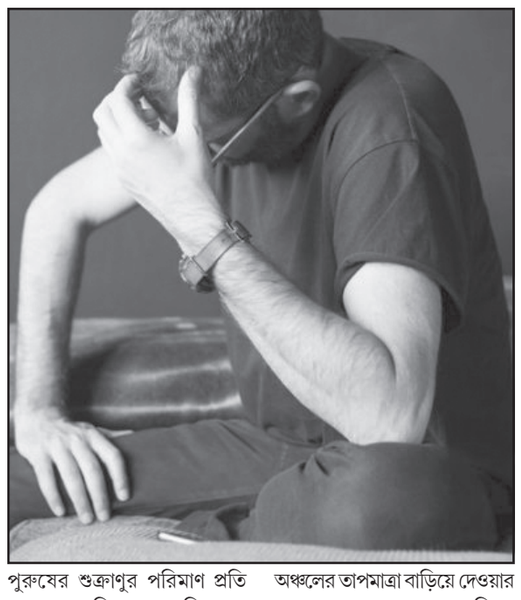

পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার হার বিশ্বব্যাপি হ্রাস পাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে, যার একটি কারণ হতে পারে তাদের অন্তর্বাস।

অন্তর্বাস শুক্রাণুর মাত্রা কমে যাওয়ার জন্য দায়ী হতে পারে। কারণ এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, কী ধরনের অন্তর্বাস ব্যবহার করছেন সেটা পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে।

'হিউম্যান রিপ্রোডাকশন' জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাটি ছয়শ জন পুরুষের ওপর করা হয়। দেখা যায়, যারা বক্সার পরেন তাদের শুক্রাণুর মাত্রা যারা অন্যান্য ধরনের অন্তর্বাস ব্যবহার করেন তাদের তুলনায় ছিল বেশি। অন্তর্বাস বেশি আঁটসাঁট হলে শুক্রাণুর মাত্রা হ্রাস পায়, বলা হয় এই গবেষণায়।

তবে অন্তর্বাসের ধরন পরিবর্তনে কী ফলাফল দাঁড়ায় তা পর্যবেক্ষণ করা হয়নি এই গবেষণায়। কারণ হল একজন পুরুষের শুধু শুক্রাণুর মাত্রা কম হলেই যে তার প্রজনন ক্ষমতা কমে গেছে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। শুক্রাণুর মাত্রা পরিবর্তনশীল।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ইউরোলজিস্ট ডা. সারাহ ভিজ বলেন, ''একজন পুরুষের শুক্রাণুর পরিমাণ প্রতি সপ্তাহ অন্তর বিপুল মাত্রায় ভিন্ন হতে পারে। এই কারণে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা পরিমাপ ভিত্তিক গবেষণাগুলো স্ত্রীর গর্ভধারণের হারের বদলে স্বামীর শুক্রাণুর পরিমাণের ওপর গুরুত্ব দেয় বেশি। তারপরও পুরুষের শুক্রাণুর মাত্রা কম হলেই যে তার বাবা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে সে নিয়ে বিতর্ক রয়ে যায়।''

আঁটসাঁট অন্তর্বাস অণ্ডকোষ অঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শুক্রাণুর প্রস্তুত প্রক্রিয়া ব্যহত করে। কারণ এই ধরনের ছোট প্যান্ট পরলে অণ্ডকোষ একে অপরের সঙ্গে এবং শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে সবসময়। ফলে ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তবে এই প্রভাবও সবার ক্ষেত্রে সত্য নয়।

এই গবেষণায় পুরুষের অন্তর্বাসের ধরন এবং শুক্রাণুর মাত্রার সঙ্গে এর সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে আরও গভীরভাবে। এই গবেষণায় ত্রিশের কোঠায় থাকা ৬৫৬ জন পুরুষকে নিয়ে ২০০০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গবেষণা চালান গবেষকরা। তারা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা সেবা নিচ্ছিলেন।

তাদের কাছ থেকে বীর্য ও রক্তের নমুনা নেওয়া হয়। প্রায় ৫৩ শতাংশ বলেন তারা বক্সার ব্যবহার করেন আর এদের বীর্যর নমুনায় যারা আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরেন তাদের তুলনায় শুক্রাণুর ঘনত্ব ছিল ২৫ শতাংশ বেশি। গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, যেসব পুরুষ আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরেন তাদের শুক্রাণুর মাত্রা কম হয়, যা মস্তিষ্কে এই ঘাটতি পুরণের উদ্দেশ্যে 'এফএসএইচ' হরমোনের মাত্রা বাড়ানো সংকেত পাঠায়।

গবেষণার প্রধান লেখক, হার্ভার্ড.টি.এইচ.চ্যান স্কুল অফ পাবলিক হেলথ'য়ের গবেষক লিডিয়া মিঙ্গুয়েজ অ্যালারকন বলেন, ''আমাদের গবেষণার পরামর্শ হল পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলে সন্তান গ্রহণের সীদ্ধান্ত নেবেন তখন তার উচিত এই সহজ পরিবর্তনটা তার জীবনে বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ আঁটসাঁট অন্তর্বাস ছেড়ে ঢিলেঢালা অন্তর্বাস ব্যবহার শুরু করা।''

পুরুষের যেসব অদ্ভূত বিষয় নারীর কাছে আকর্ষণীয়

সবার মাঝ থেকে নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে ও নারীদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাধারণ কিছু বিষয় মাথায় রাখুন।

সবার পছন্দ এক নয়। তবে সৃষ্টিছাড়া জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকেই। আর এই ধারণার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জরিপের ফলাফল থেকে জানা গেছে পুরুষের কিছু অদ্ভুত বিষয়ের দিকে নারী আকর্ষণ কাজ করে।

সম্পর্কবিষয়ক ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কয়েকটি বিষয় এখানে দেওয়া হল।

এসব বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রাকৃতিক। যেগুলো প্রাকৃতিক নয়, মানে নিজেই করতে পারবেন সেগুলো মাথায় রাখলে অনেকের মাঝে থেকেও নিজেকে নারীদের কাছে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা হয়ত বিফলে যাবে না।

চোখের বড় পাপড়ি: যেসব ছেলের চোখের পাপড়ি বড় তাদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ বেশি থাকে। যে কোনো নির্দিষ্ট একটা কোণ থেকেই মেয়েরা ছেলেদের চোখের প্রেমে পড়ে যায়। মাস্কারা ছাড়াই চোখের পাপড়ির এই সৌন্দর্যের প্রেমে পড়া দোষের কিছু না।

চশমা: ছেলেরা চশমা পরলে অনেক বেশি আবেদনময় লাগে। তাই চশমা পরা ছেলেদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ বরাবরই বেশি।

দাগ বা ক্ষত চিহ্ন: ছেলের মুখে কোন ক্ষত বা কাটা দাগ থাকলে তা নারীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় লাগে। তাছাড়া এই ধরনের দাগের পেছনে কোনো না কোনো ঘটনা থাকে যা নারীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

পা: পুরুষের পায়ের সৌন্দর্য তাৎক্ষনিকভাবে নারীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই পা ভালো রাখা ও এর যত্ন করা আবশ্যক।

ঘুম ঘুম কণ্ঠ: ঘুমের মধ্যে কথা বললে ছেলেদের কণ্ঠস্বর অনেক গম্ভীর ও

টেস্টোস্টেরন বাড়ায় যেসব খাবার

এই হরমোনের ঘাটতি হলে পুরুষের শরীরের নানান রকম সমস্যা হতে পারে।

বয়স ত্রিশ পেরোনোর পর পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোনের পরিমাণ কমতে শুরু করে। ফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের পাশাপাশি কামবাসনা কমে যাওয়া, লিঙ্গোত্থানে সমস্যা, খারাপ মেজাজসহ মনোযোগের অভাব দেখা দেয়।

তবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত কিছু খাবার খাওয়ার অভ্যাস করলেই উপকৃত হওয়া যায়।

পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসরণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করে এমনই কিছু খাবারের নাম উল্লেখ করা হয়। এই প্রতিবেদনে ওই খাবারগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো।

মধু

মধুতে আছে প্রাকৃতিক নিরাময়কারী উপাদান বোরোন। এই খনিজ উপাদান টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বাড়াতে এবং নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা ঠিক রাখে। যা ধমনী সম্প্রসারণ করে লিঙ্গোত্থানে শক্তি সঞ্চার করে।

বাঁধাকপি

এই সবজিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান। আরও আছে ইনডোল থ্রি-কার্বিনল। এই উপাদান স্ত্রী হরমোন ওয়েস্ট্রজেনের পরিমাণ কমিয়ে টেস্টোস্টেরন বেশি কার্যকর করে তোলে।

রসুন

রসুনের আলিসিন যৌগ মানসিক চাপের হরমোন করটিসলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ফলে টেস্টোস্টেরন ভালোমতো কাজ করে। ভালো ফল পেতে রসুন কাঁচা খাওয়ার অভ্যেস করুন।

ডিম

ডিমে আছে স্যাচারেইটেড ফ্যাট, ওমেগা থ্রিএস, ভিটামিন ডি, কলেস্টেরল এবং প্রোটিন। টেস্টোস্টেরন হরমোন তৈরির জন্য এই উপাদানগুলো জরুরি।

কলা

এই ফলের ব্রোমেলেইন এনজাইম টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। আর দীর্ঘ সময় ধরে শক্তি সরবরাহের উৎস হিসেবে কাজ করে।

কাঠবাদাম

নারী এবং পুরুষ উভয়ের 'সেক্স ড্রাইভ'য়ের জন্য প্রতিদিন এক মুঠ কাঠবাদাম যথেষ্ট। এই বাদামে রয়েছে জিঙ্ক যা টেস্টোস্টেরন হরমোন বাড়ায় আর কামবাসনা বৃদ্ধি করে।

ঝিনুক

টেস্টোস্টেরন তৈরিতে জিংক গুরুত্বপূর্ণ। ঝিনুকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ খনিজ উপাদান। যা টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে।

ঝিনুক পছন্দ না, তাহলে বিকল্প হতে পারে চিজ বা পনির। বিশেষ করে সুইস এবং রিকোত্তা চিজ।

টক ফল

'স্ট্রেস হরমোন' কমানোর পাশাপাশি টকজাতীয় ফলে রয়েছে ভিটামির এ। যা টেস্টোস্টেরন উৎপন্ন করতে প্রয়োজন হয়। এছাড়া ওয়েস্ট্রজেনের মাত্রা কমায় অর্থাৎ পুরুষ হরমন ভালোমতো কাজ করতে পারে।

পালংশাক

এটা প্রমাণিত যে, ওয়েস্ট্রজেনের মাত্রা কমাতে পারে এই শাক। তাছাড়া আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন সি এবং ই। আর এসবই টেস্টোস্টেরন তৈরির উপাদান।

আঙুর

হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন একথোক লাল আঙুর খাওয়া গেলে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, শুক্রাণুর তৎপতরতা উন্নত করে আর শক্তিশালী করে।

ডালিম

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইম্পোটেন্স রিসার্চ থেকে জানা যায় যৌন কর্মে অক্ষম পুরুষদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ যারা প্রতিদিন ডালিমের রস খেয়ে থাকেন তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

মাংস

বিশ্বাস করা হয় যারা একেবারেই মাংস খান না তাদের শরীরে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কম থাকে। তবে অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার আগে সাবধান। যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানান গরু ও ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি খাবারে প্রচুর স্যাচারেইটেড ফ্যাট থাকে।

রবিবার প্রধানমন্ত্রীর মনকি বাত অনুষ্ঠান শুনছেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

হারাঙ্গাজাওয়ের অপহৃত ঠিকাদারকে শীঘ্র উদ্ধারের দাবিতে ঘেরাও থানা শতাধিক পুরুষ-মহিলার

হাফলং (অসম), ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউনের মধ্যেই রবিবার হারাঙ্গাজাও থানা ঘেরাও করে অপহৃত ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে উদ্ধারের দাবি জানান শতাধিক পুরুষ মহিলা। ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি-র প্রাক্তন শীর্ষ নেতা তথা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে অপহরণের ৪৮ ঘণ্ট পেরিয়ে গেলেও হারাঙ্গাজাও বা জেলা পুলিশ সন্তোষ হোজাইকে এখন পর্যন্ত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি।

লকডাউনের মধ্যে চারিদিকে যখন নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর, এমন-কি বাইরে থেকে ডিমা হাসাও জেলায় প্রবেশের সব রাস্তায় মোতায়েন করা পুলিশের কড়া প্রহরা। সেই সময় একটি বলেরো গাড়িতে করে পাঁচ জনের দুষ্কৃতকারীর দল কীভাবে সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়েছে এ নিয়ে রহস্যের দানা বাঁধছে।

এদিকে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ হারাঙ্গাজাও থানার অন্তর্গত গামাডিহাওর গ্রাম থেকে ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি-র প্রাক্তন জঙ্গি নেতা তথা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে বন্দুকের নলের মুখে পাঁচ জনের দুষ্কৃতী দল তুলে নিয়ে যায়। তার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোনও সন্ধান নেই সন্তোষ হোজাইয়ের। ইতিমধ্যে অপহৃত সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই হারাঙ্গাজাও থানায় এক এজাহার দায়ের করলেও পুলিশ এতে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার অপহৃত সন্তোষ হোজাইকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধারের দাবিতে শতাধিক পুরুষ মহিলা হারাঙ্গাজাও থানা ঘেরাও করেন। তাঁরা ওসি অংশু রাজকুমারের কাছে সন্তোষ হোজাইকে অবিলম্বে উদ্ধারের দাবি জানানোর পাশাপাশি লকডাউনের সময় পুলিশের কড়া প্রহরার মধ্যে কী ভাবে তিনি অপহৃত হলেন এ নিয়ে হারাঙ্গাজাও থানার ওসিকে জবাবদিহি করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ওসি অংশু রাজকুমার স্থানীয় বাসিন্দাদের শান্ত করে বলেন, পুলিশ সন্তোষ হোজাইকে উদ্ধারের সব ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে। এমন-কি ডিমা হাসাও জেলার সব কয়টি পুলিশ থানাকে এ সম্পর্কে ম্যাসেজ পাঠানো হয়েছে, জানান হারাঙ্গাজাও থানার ওসি।

এদিকে সন্তোষ হোজাইর স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই তাঁর স্বামীকে খোঁজে বের করতে জেলার সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে এবার ডিমাসাদের সর্বোচ্চ সংগঠন জাদিখে নাইশ হসম, ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রী সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, লকডাউনের সময় গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করা বা এক সঙ্গে পাঁচজন ঘোরাফেরার উপর যখন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তখন এই অবস্থায় নিরাপত্তা বাহিনী বা পুলিশই তাঁর স্বামীকে তুলে নিয়ে গেছে বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই।

অন্যদিকে যত সময় যাচ্ছে সন্তোষ হোজাইয়ের অপহরণ নিয়ে রহস্য ঘন হচ্ছে। তাছাড়া ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিলীপ নুনিসা, প্রাক্তন জঙ্গি নেতা তথা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইয়ের অপহরণজনিত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে প্রাক্তন এই জঙ্গি নেতাকে উদ্ধার করার জন্য ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

করোনা মোকাবিলায় অগ্রনী ভুমিকা রিষড়া পৌরসভার

হুগলি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রিষড়া পুরসভা করোনার মতন ভয়ংকর ব্যাধি থেকে প্রত্যেক পৌরবাসীকে সুস্থ রাখতে সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র জানান, রিষড়া শহর মিশ্র ভাষাভাষীর অঞ্চল। আমাদের পৌর এলাকায় ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশের মানুষ বাস করেন। শিল্প নগরী হিসেবেও পরিচিত হুগলি জেলার এ এই অঞ্চল। মিনি ভারতবর্ষ হিসাবে পরিচিত আমাদের শহর।তাই এই এখানকার মানুষদের নাগরিক সুখ সছন্দ সহ সমস্ত কিছুর উপর নজর রাখতে নানাবিদ ব্যবস্থা নিয়েছে তৃণমূল পরিচালিত রিষড়া পুরসভা।এই ভয়ঙ্কর বিপদের দিনে মানুষের পাশে থাকতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এখানকার প্রতিটি মানুষের বিশেষ করে গরিব মানুষরা যাতে কোনরকম কষ্টের মধ্যে না পড়েন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।প্রত্যেকটি ওয়ার্ড এর গরিব মানুষদের লকডাউন হবার শুরুর সঙ্গে সঙ্গে যাতে তাদের খাদ্যের কোন অভাব না হয় তাই তাদের জন্য খাদ্যবস্তু সরবরাহের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও যাতে মানুষ রান্না করা খাবার পেতে পারেন তার জন্য একটি কমিউনিটি কিচেন চালু হয়েছে। প্রতিদিন সেখান থেকে রান্না করা খাবার দুস্থ পরিবার গুলি কে সরবরাহ করা হচ্ছে।

এছাড়াও পৌরবাসীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা ডাক্তারবাবুরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছে।পুর প্রধানের দাবি এখনো পর্যন্ত আমাদের এই পুর এলাকায় একটা ও করোনা পজিটিভ রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু তা বলে থেমে থাকলে তো চলবে না। যার জন্য আমাদের ডাক্তারবাবুরা সর্বদা সজাগ আছেন। অ্যাম্বুলেন্স সহ সব রকম পরিষেবা দেবার জন্য পুরোসভার পক্ষো থেকে একটি হেল্প লাইন চালু রয়েছে ২৪ ঘন্টাই, কোনো রকম সাম্যের জন্য পুরো সভা প্রস্তুত। সম্প্রতি পুরসভার প্রবেশের মুখে একটি সানিটাইজ চ্যানেল বসানো হয়েছে। পুরসভার যেকোনো নাগরিক পৌরসভার যে কোন কাজে আসতে গেলে তাকে সেই চ্যানেলের মধ্য দিয়ে আসতে হবে।এবং সেখানে তাদের সানিটাইজ করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বিজয় বাবু বলেন এই ভয়ঙ্কর বিপদের দিনে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সকলকে একসঙ্গে নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হবে। আমরা তার সেই নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি এবং আমাদের পুরসভার সমস্ত পুরো প্রতিনিধিরা কর্মীরা বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর্মীরা এবং সাফাই কর্মীরা অঙ্গীকারবদ্ধ যেকোনো মূল্যে আমরা সকলের মঙ্গলের দিকে নজর দিয়ে কাজ করে যাব। তিনি বলেন আগামীকাল অক্ষয় তৃতীয়া।অক্ষয় তৃতীয়ার প্রাক্কালে একটাই অনুরোধ আপনারা সকলে এই সময় বাড়িতে থাকুন সুস্থ থাকুন, নিজে বাঁচুন সমাজকে বাঁচান, রাজ্য কে বাঁচান এবং দেশকে বাঁচান আগামী দিনে সুস্থ সুন্দর পৃথিবী যাতে আমরা পেতে পারি সেই লক্ষ্যে আসুন আমরা শপথ নিই।

অনাড়ম্বরেই পালিত হল মাহেশের জগন্নাথের চন্দন উতসব

হুগলি, ২৬ এপ্রিল(হি.স.): আজকের শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে বিনা আড়ম্বরেই কোনও রকমে নম : নম: করে এবারে পালিত হল মাহেশের জগন্নাথ দেবের ঐতিহাসিক চন্দন উতসব।করোনার জেরে লকডাউনে এখন শুনশান মন্দির প্রাঙ্গণ। মন্দিররে সেবাইত ছাড়া ভেতরে প্রবেশ করার যাবে না এখন। আগে থেকে এই নির্দেশকা এসেছিল প্রশাসনের তরফ থেকে।সেই মতো শুনশান মন্দিরেই হল ঐতিহাসিক চন্দন উতসব। দোকান পাঠ বন্ধ, তাই হচ্ছে না কোনো খাতা পুজো, গুটি কয়েক স্থানীয় ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে খাতা পুজো সারলেন।

মন্দিরের প্রধান সেবাইত সৌমেন অধিকারী জানান, আজকের এই অক্ষর তৃতীয়ার দিনেই প্রভুর চন্দন উতসব পালিত হয়।এই চন্দন উতসবের মধ্যে দিয়ে রথযাত্রার সুচনা হয়।এই প্রথম এখানে কোনো আরম্বর ছাড়াই এই উতসব পালন করা হলো।সকালে প্রভুর দেহে চন্দন লেপন করা হলো।এই চন্দন উতসব দেখতে

ছয়ের পাতায়

মাস্ক না পরে ঘোরাফেরা ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ পাথারকান্দি থানার

পাথারকান্দি (অসম), ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা রোধে লকডাউনের আগামী দিনগুলোতে মুখে মাস্ক পরিধান না করে অযথা প্রকাশ্য স্থানে ঘোরাঘুরির ব্যাপারে আরোও কঠোর হচ্ছে পাথারকান্দি পুলিশ। সম্প্রতি রাজ্য সরকার করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুখে মাস্ক পরিধান করা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরাকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছে। তাই মাস্ক অভিযান আরও জোরদার করা হচ্ছে বলে জানান থানার ওসি তানবীর আহমেদ।

গত দুদিন থেকে পাথারকান্দির বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মুখে মাস্ক পরিধান না করে অযথা ঘোরাফেরা করার অভিযোগে বেশকিছু ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। পরে থানার পক্ষ থেকে ওসি তানবীর আহমেদ প্রত্যেকের মুখে মাস্ক লাগিয়ে এর উপকারিতা সম্বন্ধে মূল্যবান পরামর্শ দেন। বলেন, দেশে বর্তমান পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। তাই তিনি অতি ধৈর্য সহকারে সকলকে ঘরে থাকার আবেদন জানাচ্ছেন। ওসি বলেন, পবিত্র রমজান মাসে রাস্তাঘাট বা বাজারে মাস্ক না লাগিয়ে যেন অযথা কোনও ভিড় না হয়, সেদিকে সবাইকে নজর দিতে হবে। অন্যথায় যারা লকডাউনের সময় মুখে মাস্ক না লাগিয়ে চলাফেরা করবেন তাঁদের গ্রেফতার করে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কাকদ্বীপে করোনা আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার

কাকদ্বীপ, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): কাকদ্বীপে করোনায় আক্রান্ত তিন, এলাকা পরিদর্শন করলেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার এস পি বৈভব তিওয়ারি। শনিবারই কাকদ্বীপের বাসিন্দা তিনজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতির বিষয়টি সামনে আসে। তারপরেই কাকদ্বীপের বেশ কয়েকটি এলাকাকে একেবারে সিল করে দেওয়া হয়। এলাকার মানুষজনকে বাড়ির বাইরে বের হতে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে কাকদ্বীপের বামানগর, বৈকুণ্ঠপুর ও গোবিন্দনগর এলাকায় গিয়ে সেখানকার মানুষের সাথে কথা বলেন পুলিশ সুপার। মানুষকে করোনা সংক্রমণ সম্পর্কে বোঝান ও তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাবার সরকারি উদ্যোগে এলাকায় পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানান পুলিশ সুপার। যাতে কোনভাবেই এলাকার কোন মানুষ বাইরে না যান সেই নির্দেশ দেওয়া হয় পুলিশের তরফ থেকে।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে শনিবার জানা যায় কাকদ্বীপের বাসিন্দা তিনজনের শরীরে করোনা ভাইরাস মিলেছে। সেই থেকেই কাকদ্বীপ এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। আগে থেকেই এই কাকদ্বীপ এলাকাকে রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। সেই মোতাবেক কাকদ্বীপের বিভিন্ন রাস্তা সিল করে দেওয়া হয়েছিল। এলাকায় নাকা চেকিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম বড় সব্জি, মাছ ও পানের পাইকারি বাজার হওয়ার কারণে এই এলাকায় বহু মানুষ জেলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসেন। সেখান থেকে সংক্রমণ এই এলাকায় ছড়াতে পারে বলে আগে থেকেই সতর্ক হয়েছিল প্রশাসন।শনিবার যেন প্রশাসনের সেই আশঙ্কা সত্যি হয়। স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে তিনজন এই এলাকার করোনা আক্রান্ত বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়। আর এরপর থেকে পুলিশ প্রশাসন আরও নড়েচড়ে বসে। ইতিমধ্যেই যে সমস্ত এলাকার মানুষের শরীরে করোনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে সেই সমস্ত এলাকা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এলাকার সমস্ত মানুষজনকে সম্পূর্ণ রূপে বাড়ির মধ্যে থাকতে বলা হয়েছে। কোন অবস্থাতেই যেন কেউ বাড়ির বাইরে না বের হন সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আক্রান্তদের পরিবারদের কোয়ারিন্টিনে পাঠানো হয়েছে।

বীরভূম জেলার কোবিড হাসপাতালে চিকিৎসকদের সঙ্গে ভিডিও বার্তা

সিউড়ি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): এম আর বাঙ্গুর এবং বেলাঘাটা আইডির চিকিৎসকরা এবার ভিডিও কনফারেন্স করবে জেলায় জেলায় গঠিত কোভিড হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে। রবিবার সিউড়ি সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক বৈঠকের পর এমনই কথা জানান করোনা প্রতিরোধে রাজ্যের গঠিত কমিটির সদস্য চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরী।

রবিবার সকাল ১১ টা নাগাদ সিউড়ির সার্কিট হাউসে আসেন অভিজিৎ বাবু। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ)প্রশান্ত অধিকারী, জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিংহ, সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শোভন দে-সহ অন্যান্যরা। প্রায় এক ঘন্টা জেলা প্রশাসন এবং জেলার স্বাস্থ্য দফতরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। জেলা প্রশাসনের সূত্রে জানা গিয়েছে, এই জেলায় এখন পর্যন্ত "গ্রীন জোন"-এ আছে। এখন পর্যন্ত জেলায় একটিও করোনা আক্রান্তের খোঁজ মেলে নি। এমত অবস্থায় দাঁড়িয়ে জেলা প্রশাসনের আরও কি কি করনীয় সেই নিয়েই মূলত আলোচনা হয়। এই নিয়ে অভিজিৎ বাবু বলেন, ' করোনা প্রতিরোধে জেলা প্রস্তুতির জায়গা আরও শক্ত করতে কি কি করনীয় সেই নিয়েই আলোচনা হয়েছে।' তবে কেন্দ্রের দোকান খোলার নির্দেশ প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সেই বিষয়টি এড়িয়ে যান।

এছাড়া করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধের জেলার দুটি মহকুমা শহর বোলপুর এবং রামপুরহাটে দুটি কোভিড হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। সেখানকার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকদের সঙ্গে আজ, সোমবার ভিডিও কনফারেন্স করার কথা কলকাতার দুটি প্রধান কোভিড হাসপাতালের চিকিৎসকদের।

সূত্রের খবর, ওই কনফারেন্সের মাধ্যমে এম আর বাঙ্গুর এবং বেলেঘাটার আইডির চিকিৎসকরা জেলার চিকিৎসকদের আতঙ্ক দূর করার পাশাপাশি কিভাবে করোনা সংক্রমিত রোগীর চিকিৎসা করা উচিত, কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত সেই সব নিয়েই কথা বলবেন। এই নিয়ে অভিজিৎবাবু জানান, 'জেলায় জেলায় যে কোভিড হাসপাতাল হয়েছে সেখানকার চিকিৎসদের আতঙ্ক কাটাতে এবং সুপরামর্শ দিতে রাজ্যের দুই প্রধান কোভিড হাসপাতালের চিকিৎসকরা ভিডিও কনফারেন্স করবেন।'

করোনা সৃষ্ট পরিস্থিতিতে অসমের পরিবহণ বিভাগের গণমুখি পরিষেবার তথ্য মন্ত্রী চন্দ্রমোহনের

গুয়াহাটি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : মহামারি কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ঠেকাতে দেশজুড়ে লকডাউনকালীন জটিল পরিস্থিতি সামলাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে অসম সরকার। জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্য বিভাগের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং ডাক্তার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ ছাড়াও পরিবহণ, কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, জলসম্পদ, খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগগুলিতে নিয়োজিত আধিকারিক এবং কর্মীদের স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। সে অনুযায়ী তাঁর দফতর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে, বলেছেন পরিবহণমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি।

মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ পরিবহণ দফতর। অসমের বিভিন্ন প্রান্তে অত্যাবশ্যক সামগ্রী পৌঁছে দিতে অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাস দেওয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে তৃণমূল পর্যায়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের সুবিধার জন্য রাজ্য পরিবহণ নিগম ২১১টি বাস দিয়েছে। এই বাসগুলি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা প্রশাসন, হাসপাতাল, পুলিশ এবং পুরসভা ও টাউন কমিটির কাজকর্ম সুচারুরূপে বাস্তবায়িত করতে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতে সহযোগিতা করছে। ২১১টি বাসের মধ্যে ৩৯টি স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী চন্দ্রমোহন।

তিনি বলেন, গত একমাস ধরে লকডাউনের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আটকে রয়েছেন বিভিন্ন জেলার লোকজন। তাঁরা কর্মসূত্রে ভিন জেলায় আটকে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখিন হচ্ছেন। তাঁদের কথা চিন্তা করে মানবিকতার খাতিরে কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিক ও অন্য মানুষজনকে নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য পরিবহণ বিভাগ। ১০৪ নম্বর হেল্পলাইনের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৪১ হাজার ৬৫১টি আবেদন জমা পড়েছে।

রাজ্য পরিবহণ নিগমের এই অভিযানের প্রথম দিন অর্থাৎ ২৫ এপ্রিল ৫ হাজার যাত্রীকে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে ১৮টি জেলায় ৩২৩টি বাস ব্যবহার করা হয়েছে জানান চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি। জানান, যাত্রীদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান বজায় রাখতে একেকটি বাসে ১৫ থেকে ২০ জন যাত্রীর বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে অনুয়ায়ী যাত্রীদের এসএমএস-এর মাধ্যমে ই-টিকিট পাঠানো হয়েছে। ই-টিকিটে বাসে ওঠার নির্দিষ্ট জায়গা, বাসের নম্বর, কোথা থেকে যাত্রা শুরু হবে, লক্ষ্যস্থান, তারিখ, সময় সমস্ত কিছু উল্লেখ রয়েছে।

গুয়াহাটিতে আজ অর্থাৎ রবিবার এবং আগামীকাল অর্থাৎ সোমবার পল্টনবাজার, মাছখোয়া, আদাবাড়ি এবং বেতকুচি থেকে আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাস (আইএসবিটি) থেকে যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে তাঁর পরিবহণ দফতর। ২৬ এপ্রিল অর্থাৎ আজ রবিবার ১২ হাজারেরও বেশি যাত্রী বাসগুলিতে উঠে নিজেদের গন্তব্যে গিয়েছেন। এদিন নিগমের ৮০০ বাস পরিষেবা দিয়েছে।

মন্ত্রী পাটোয়ারি আরও জানান, করোনা পরিস্থিতি সামলাতে রাজ্যে অত্যাবশ্যক খাদ্য সামগ্রী ভিন রাজ্য থেকে পরিবহণের মাধ্যমে এই রাজ্যে আনা হচ্ছে। সংকটময় এই পরিস্থিতিতে অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যে অত্যাবশ্যক সামগ্রী পরিবহণ বিভাগ, ভারতীয় রেল বিভাগ এবং খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সহযোগিতায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য যেমন ত্রিপুরা, ইমফল, মিজোরাম ইত্যাদি রাজ্যে ওষুধপত্র গুয়াহাটি থেকেই যাচ্ছে।

ট্রাকের মাধ্যমে মাস্ক এবং অন্যান্য কোভিড প্রতিরোধী সামগ্রী সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের ১৮টি জেলায় ২৮টি স্থানে পণ্যবাহী ট্রেনের মাধ্যমে অত্যাবশ্যক সামগ্রী নেওয়া হচ্ছে। গড়ে প্রতিদিন ১,৫০০টি ট্রাকে এখন অবধি ৩৫৭টি রেক সামগ্রী সরবরাহ করতে শ্রমিকদের ৩১ হাজার ৪৩৫ কর্মদিনের ৪৪ হাজার ৬২৪-বার যাত্রা সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এই যাতায়াতে ট্রাকগুলিতে চাল, আটা, সরষে তেল, নুন, চিনি, পেঁয়াজের মতো অত্যাবশ্যক খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চাহিদা অনুযায়ী অসমের বুকচিড়ে ভারতীয় খাদ্য নিগমের ১৭৯টি রেক খাদ্য সামগ্রী নেওয়া হয়েছে। এই রেকগুলির মাধ্যমে ৪.৭ এলএমটি চাল, এবং ০.২১ এলএমটি গম আনা হয়েছে। এর মধ্যে ৩.৭৫ এলএমটি চাল এবং ০.১৪ এলএমটি গম অসমের জন্য বরাদ্দ। এছাড়া ২৭ এলএমটি চাল নিয়ে ২১টি রেক অসমে আসছে।

এই পরিস্থিতিতে পরিবহণ বিভাগ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন লকডাউনের সময় মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া পরিবহণের লাইসেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন নম্বরের মতো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সমসয়সীমা চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশ মতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৮৫টি ট্রাক মেরামতির জন্য গ্যারেজ খুলে রাখা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, গত ২২ মার্চ দেশজুড়ে 'জনতা কার্ফু' পালন করা হয়। সেই থেকে শুরু করে লকডাউনের দিনগুলিতে রাজ্য পরিবহণ বিভাগ পরিষেবা দিয়েছে। মন্ত্রী জানান, গত ২২, ২৩ এবং ২৪ মার্চ রাজ্যের বিভিন্ন বিমানবন্দর এবং রেলস্টেশন থেকে যাত্রীদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিতে পরিবহণ বিভাগ ৫০০টি বাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। লকডাউনের দিনগুলিতে ২০টি ট্রেনের প্রায় ১৬ হাজার যাত্রী এবং ১৬০টি বিমানের প্রায় ১২ হাজার যাত্রীর পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লকডাউন পরিস্থিতিতে করিমগঞ্জ জেলার মানুষ কেমন আছেন, খোঁজ নিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভিকে সিং

করিমগঞ্জ (অসম), ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা করিমগঞ্জ জেলায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় গৃহীত ব্যবস্থাবলির খোঁজখবর নিয়েছেন কেন্দ্রীয় ভূতল ও সড়ক পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী (অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল) বিজয়কুমার সিং।রবিবার বেলা ২ টা ৪৫ মিনিটে জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের মোবাইল বেজে ওঠে। ফোন রিসিভ করতেই ও-প্রান্ত থেকে ভেসে আসে ক্যায়া ম্যাঁয় সুব্রত ভট্টাচার্যসে বাত কর রহা হুঁ? প্রতি-জবারের সুব্রত ভট্টাচার্য হ্যাঁ বলতেই পুনরায় ফোনের ও-প্রান্তের ব্যক্তি বলেন, ম্যাঁয় মিনিস্টার ভিকে সিংজি-কে অফিস সে বল রহা হুঁ। স্যার আপ-সে বাত করনা চাহতে হ্যাঁয়। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ভিকে সিং এবার ফোনের এই প্রান্তের করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতিকে জিজ্ঞেস করেন, করিমগঞ্জ কা হাল ক্যায়া হ্যাঁয়া? সব কুছ ঠিক হ্যাঁয় না? কুছ প্রবলেম তো নেহি? প্রত্যুত্তরে জেলা বিজেপি সভাপতি ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভিকে সিংকে আশ্বস্ত করে বলেন, করোনা মোকাবিলায় করিমগঞ্জ জেলার সার্বিক পরিস্থিতি অনুকূলে রয়েছে। দলের পক্ষ থেকে জেলাবাসীর সর্বক্ষণ খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সুব্রত জানান, দলীয় বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তারা প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অসহায় লোকদের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বণ্টন করার পাশাপাশি তাঁদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ খবর নিচ্ছেন। জেলা প্রশাসন সহ চিকিৎসক, স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মীরা জেলায় করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার গৃহীত প্রত্যেক সিদ্ধান্তকে জেলাবাসী সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে যাচ্ছেন।কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী ভিকে সিং "করোনা ভাইরাস" সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকারের জারিকৃত লকডাউন পরিস্থিতিতে করিমগঞ্জ জেলার জনগণ এবং দলীয় সকল স্তরের কার্যকর্তারা কেমন আছেন, এ সম্পর্কেও জেলা সভাপতির কাছ থেকে অবগত হন। সেই সঙ্গে এই সংকটের সময় দলীয় সর্ব স্তরের কার্যকর্তাদের জেলার সাধারণ জনগণের পাশে থাকার পরামর্শ দেন দলের বরিষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভিকে সিং।কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় আড়াই মিনিটের বার্তালাপে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য যতটুকু সম্ভব তাঁকে অবগত করানোর চেষ্টা করেছেন। এত ব্যস্ততার মধ্যেও একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফোন করে জেলার সাধারণ জনগণ এবং দলের সর্বস্তরের কার্যকর্তার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি কে সিঙের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

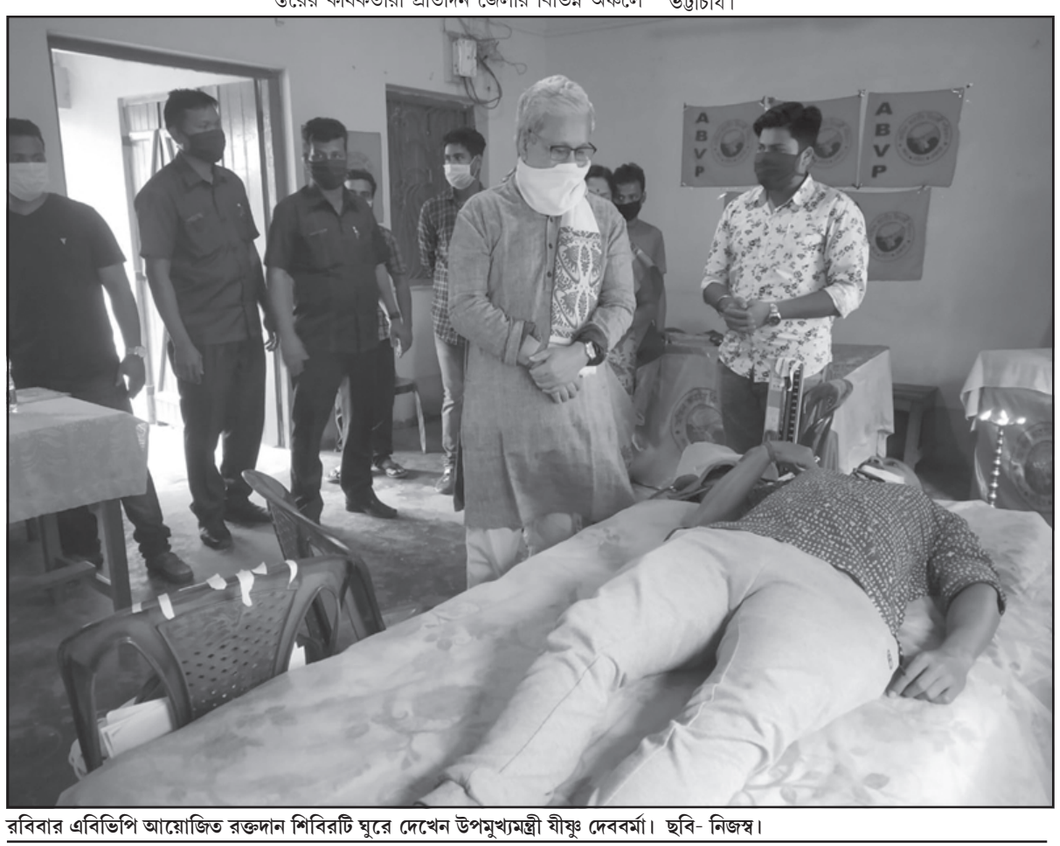

রবিবার এবিভিপি আয়োজিত রক্তদান শিবিরটি ঘুরে দেখেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

স্বাস্থ্য অধিকর্তার মৃত্যুতে রাজ্যজুড়ে নীরবতা পালনের ডাক চিকিৎসক সংগঠনের

কলকাতা,২৬ এপ্রিল (হি স):করোনা আক্রান্ত হয়ে সল্টলেকের আমরি হাসপাতালে মৃত্যু হল এক স্বাস্থ্য অধিকর্তার। স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিপ্লব কান্তি দাশগুপ্তর মৃত্যুতে সোমবার রাজ্যজুড়ে দু'মিনিটের নীরবতা পালনের ডাক চিকিৎসক সংগঠনের যৌথ প্ল্যাটফর্ম 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস' -র। চিকিৎসক সংগঠন 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস' সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ রাজ্যজুড়ে দু'মিনিটের নীরবতা পালন করার ডাক দিয়েছে। প্রত্যেকেই নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে এই দু'মিনিট সময় দেবে।

উল্লেখ্য, বেসরকারী হাসপাতাল সূত্রে খবর শনিবার গভীর রাতে মারা যান ওই স্বাস্থ্য অধিকর্তা। কিছুদিন আগেই বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল থেকে ওই স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে সল্টলেকের বেসরকারি হাসপাতাল আমরিতে স্থানান্তরিত করা হয়। শ্বাসকষ্ট থাকায় তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। সেখানেই চলছিল চিকিৎসা। কিন্তু শনিবার গভীর রাতে মারা যান ওই স্বাস্থ্য অধিকর্তা।

তবে,ওই শীর্ষ স্বাস্থ্যকর্তা সুগার এবং হাইপারটেনশনের রোগী ছিলেন। আর তাই ওই স্বাস্থ্য অধিকর্তার করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন নাকি তাঁর মৃত্যু অন্য কোনও রোগের কারণে তা তা খতিয়ে দেখছে রাজ্য স্বাস্থ্যদফতর। ভর্তি ছিলেন সল্টলেকের আমরি হাসপাতালে। তবে, ওই স্বাস্থ্য অধিকর্তা মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে রাজ্য স্বাস্থ্যদফতর।

লকডাউনে ঘোর সংকটে জারবেরা ফুল চাষি গুণধর সাহানা

দুর্গাপুর, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): লকডাউনের ফলে ঘোর সংকটে জারবেরা ফুল।জমির ফুল জমিতেই নষ্ট হচ্ছে। পচে যাচ্ছে। আর এতেই মাথায় হাত পূর্ব বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদরের বাসিন্দা গুণধর সাহানার।গত কয়েক বছর হল হল্যাণ্ডের জারবেরা ফুটছে বাংলায়।কার্যত বলা যায় শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলা উদ্যান পালনে দিশা দেখাচ্ছে জারবেরা ফুলের চাষ করে।

এই জেলায় ধান, আলু সহ অন্যান্য সবজি ফসলের চাষ পুরো মাত্রায় হলেও ফুল চাষে এই জেলা অনেকটাই পিছিয়ে।

তারই মধ্যে ব্যতিক্রম জেলার রায়নার নন্দনপুর গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দা গুনধর সাহানা নিজে উদ্যোগে জারবেরা ফুলের চাষ করছেন। তিনি চাষী পরিবাবের ছেলে।কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। নিজের ফ্যাক্টরিও আছে। তাসত্বেও তাঁর চাষ নিয়ে নতুন কিছু একটা করার উৎসাহ ছিল বরাবরই। প্রথাগত চাষের কথা মাথায় না এনে তিনি গ্রামে নিজের বিশাল জমিতে জারবেরা ফুলের চাষ শুরু করেন। তাঁর সেই উদ্যান এখন ভরে গেছে রঙবেরঙের জারবেরা ফুলে।

তবে ফুলের চাহিদা নাই। লকডাউনের জন্য বাইরে রফতানি বন্ধ। তাই গাছের ফুল গাছেই শুকিয়ে যাচ্ছে। ফুলের দোকান খুললেও তাতে কোন লাভ হয় গুণধর বাবুর।রোজ দামী ফুল জমি থেকে তুলে ফেলে দিতে হচ্ছে।

জারবেরা চাষ মূলতঃ শীত প্রধান দেশে হয়।কিন্তু সরকারি সাহায্যে গুণধর সাহানা কার্যত অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন দক্ষিণ দামোদরের পাণ্ডব বর্জিত নন্দনপুরে। প্রথাগত চাষের বাইরে গিয়ে উদ্যান পালনে এই জেলার চাষীরা তেমন একটা আগ্রহ দেখান না। জারবেরা ফুলের বাজারে চাহিদাও যথেষ্ট রয়েছে। জারবেরা ফুল যেহেতু ঠাণ্ডায় হয়। সেকারণে জমিতে গ্রীন হাউস তৈরি ও টেম্পারেচার কনট্রোল করে এই ফুলের চাষ করা হয়েছে। ঠিকমত টেম্পারেচার কনট্রোল করা গেলে বারোমাসই জারবেরা ফুল ফোটানো সম্ভব। সারাবছর কলকাতার বাজারে এই ফুলের চাহিদা থাকে। তাই ফুল কলকাতায় পাঠান বিক্রীর জন্য। এই ফুল চাষ যথেষ্ট লাভজনক।চাষীরা প্রথাগত চাষের বাইরে গিয়ে উদ্যান পালনে আগ্রহী হলে লাভের মুখ দেখবেনই।কিন্তু পরিবহন বন্ধ থাকায় রায়নার জারবেরা ফুল কলকাতার বাজারে পৌঁছাতে পারছে না।এখন লাভ তো দূরের কথা খামারে কর্মী রেখে তাঁদের বেতন দেওয়ায় কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ছে গুণধর বাবুর কাছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্বাস্থ্য কর্তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ নিয়েও টুইট তরজা রাজ্য-কেন্দ্রের

কলকাতা, ২৬এপ্রিল (হি. স.): রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যকর তার মৃত্যু নিয়েও অব্যাহত রাজ্য কেন্দ্রের তরজা। শনিবার গভীর রাতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর এর অধিকর্তার। রাজ্যে এই প্রথম কোন স্বাস্থ্য কর্তার মৃত্যু হল আক্রান্ত হয়ে। এই মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করে রবিবার টুইট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সেই টুইটে মৃত্যুর কারণ উল্লেখ না থাকায় তা নিয়ে সরব হন বিজেপি সাংসদ। বাবুল সুপ্রিয়। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নিন্দে করে পাল্টা টুইট করেন আসানসোলের বিজেপি সাংসদ।

ওই স্বাস্থ্য কর্তার মৃত্যুতে টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আজ ভোর রাতে আমরা স্বাস্থ্য দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বিপ্লব কান্তি দাশগুপ্তাকে হারিয়েছি। তিনি সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরের সহকারী নির্দেশক ছিলেন। তাঁর অকাশ প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে ব্যথিত। তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের হৃদয়ে মানবতাকে চির জাগ্রত রাখবে। সঙ্গে আমাদের করোনা যোদ্ধাদের লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা জোগাবে। তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা'। মুখ্যমন্ত্রীর এই টুইটে কোথাও স্বাস্থ্য কর্তার মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করা হয়নি এই অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টা টুইট করে আক্রমণ করেন বাবুল সুপ্রিয়।

টুইট করে বাবুল বাবু লেখেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এখনও চাতুর্যের সঙ্গে শব্দ নিয়ে খেলা করছেন। উনি যে করোনা আক্রান্ত হয়েই মারা গিয়েছেন সেকথা বলেননি।" অন্যদিকে এদিন ডক্টর ফোরামসের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, এই প্রথম করোনা আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কারও মৃত্যু হল রাজ্যে। ওই শোকবার্তায় ডক্টরস ফোরাম জানিয়েছে, প্রয়াত অতিরিক্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তার স্ত্রীও করোনা আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে চিকিৎসক সংগঠনটি।

এই বিজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন বাবুল সুপ্রিয় তার টুইটে। লিখেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লব দাশগুপ্তের প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করে ২টো টুইট করেছেন। কিন্তু কোথাও লেখেননি যে ডাক্তারবাবু করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছন। যদিও ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম তাদের বিবৃতিতে সেই কারণ স্পষ্ট উল্লেখ করেছে।'

প্রসঙ্গত, ১৭ এপ্রিল বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল থেকে ওই স্বাস্থ্যকর্তাকে সল্টলেকের বেসরকারি হাসপাতাল আমরিতে স্থানান্তরিত করা হয়। শ্বাসকষ্ট থাকায় তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। সেখানেই চলছিল চিকিৎসা। কিন্তু শনিবার গভীর রাতেমারা যান ওই শীর্ষ স্বাস্থ্যকর্তা। তবে, ওই শীর্ষ স্বাস্থ্যকর্তা সুগার এবং হাইপারটেনশনের রোগী ছিলেন। আর তাই ওই স্বাস্থ্যকর্তা করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন নাকি তাঁর মৃত্যু অন্য কোনও রোগের কারণে তা তা খতিয়ে দেখছে রাজ্য স্বাস্থ্যদফতর।

বিলি সোহমের

আটের পাতার পর

ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছে পুলিশ। পাশাপাশি ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছে কলকাতা পুরসভার সাফাই কর্মীরা। আর রবিবার অক্ষয় তৃতীয়ার শুভলগ্নে সেই সমস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ালো অভিনেতা সোহম।অসহায় মানুষ স্বাস্থ্য কর্মী ও পুলিশের বাড়িতে বানানো খাবার তুলে দিলেন অভিনেতা সোহম।

জেলাশাসকের কার্যালয়ে

আটের পাতার পর

উপেক্ষা করে খোদ জেলা সদরে চলছে নেশা জাতীয় দ্রব্যের অবাধ কালোবাজারি। শহরের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর পাইকারি ব্যবসায়ীরাও জেলা প্রশাসনের নির্ধারিত দ্রব্যমূল্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চড়া দামে বিক্রি করছেন। প্রতিদিন জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অত্যাবশ্যকী খাদ্য সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া তালিকা প্রকাশ করা হলেও, বাস্তবে এর কোনও গুরুত্বই নেই। পাইকারি ব্যবসায়ীরা এই তালিকাকে সামান্যতম গুরুত্ব না দিয়ে, নিজেদের ইচ্ছানুসারে খাদ্য সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ করছেন। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের খুচরো ব্যবসায়ীদের জেলা প্রশাসনের অকর্মণ্যতার কারণে একপ্রকার বাধ্য হয়ে চড়া দামে সামগ্রী ক্রয় করতে হচ্ছে। যার ফলে এই দুর্যোগের সময় জেলার সাধারণ জনগণকে চড়া মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করতে হচ্ছে।

জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সচেতন জনগণ এ সব নানান অভিযোগ করে বলেছেন, বিভাগীয় কিছু সংখ্যক আধিকারিকদের যোগসাজশেই শহরের মুনাফাখোর পাইকারি ব্যবসায়ী তাঁদের কালোবাজারি চালিয়ে যাচ্ছে। জেলার সচেতন মহল এই সকল কালোবাজারির জন্য সরাসরি জেলা প্রশাসনকেই দায়ী করেছে।

মোহন ভাগবত

আটের পাতার পর

থাকবে ততদিন সেবাকার্য চালিয়ে যেতে হবে।মাঝ রাস্তায় এসে হাল ছাড়লে চলবে না।

করোনা মকাবিলা নিয়ে এদিন তিনি বলেন, ভারত প্রথম থেকেই তৎপর ছিল। তাই বড় বিপদ এরানো গিয়েছে। অসাবধান হলে চলবে না। রাগ কমাতে হবে। কারণ এর ফায়দা নিয়ে অনেকে ভ্রান্ত অপপ্রচার চালাবে ও চালাচ্ছে যেমন টুকরে টুকরো গ্যাং। যারা বলেছিল ভারতের হাজার টুকরো হবে, তাদের থেকে সাবধান হতে হবে। মহারাষ্ট্রে যে দুই সন্ন্যাসীকে হত্যা করা হল তারা দেশ হিতৈষী ছিলেন। মানব উপকারী ছিলেন।

মোহন ভাগবত আরো জানিয়েছেন, লক ডাউন উঠে গেলেও সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে কারখানায় কাজ করতে হবে স্কুলগুলিতে কি করে ই লার্নিং করা যায় সেই দিকে পদক্ষেপ নিতে হবে। রাষ্ট্র পুনর্গঠনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষকে জাগ্রত করতে হলে বুদ্ধিজীবীদের সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। সঙ্কট স্বাবলম্বী হতে শেখায়।পরিবেশ বাঁচিয়ে কি করে অর্থ নৈতিক পথ তৈরি করা যায় সেই বড় পরিকল্পনা নিতে হবে।

বিপিন রাওয়াত

আটের পাতার পর

পারে। যে বিদেশি প্রযুক্তি অস্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা শিখছি, তা মেক ইন ইন্ডিয়ার মাধ্যমে সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অস্ত্র তৈরি করতে হবে। এতে করে অন্য দেশের প্রতি নির্ভরশীলতা কমবে। করোনা রোধে আরোগ্য সেতু অ্যাপের ভূমিকা বলতে গিয়ে জেনারেল রাওয়াত জানিয়েছেন, এই অ্যাপের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর মধ্যে কেউ যদি করোনা আক্রান্ত হয়। তাকে চিহ্নিত করতে সহায়তা মিলবে করোনা মোকাবিলায় সেনাবাহিনী নিজের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরে চলা এবং করেনটিন সেন্টারগুলি তৈরি করা সেনাবাহিনীর দায়িত্বের সাথে করে গিয়েছে। সংক্রমণ যাতে না ছড়াতে পারে, তার জন্য কঠোর দিশা নির্দেশ অবলম্বন করা হয়েছে।

জগন্নাথের চন্দন উতসব

পাচের পাতার পর

বহু দুর দুরান্ত থেকে প্রচুর ভক্তরা এখানে আসে, তাই আজকের এই দৃশ্য দেখে আমাদের মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেলো।এর পর রয়েছে প্রভুর স্নান যাত্রা। এটা নয় মন্দিরের ভেতরে করা হল, কিন্তু স্থান যাত্রার জন্য বাইরে বেদি রয়েছে, বড় মাঠে এই উতসব দেখতে বহু মানুষ আসে, সেটাই কি করে হবে এখন চিন্তার বিষয়। এছাড়া সামনের ২৩ জুন রথযাত্রা, এরকম চলতে থাকলে কিভাবে রথযাত্রা হবে।

মেয়রের ওয়ার্ডে বসল স্যানিটাইজার টানেল

কলকাতা, ২৬এপ্রিল (হি. স.): বাজার চলাকালীন সংক্রমণের সম্ভাবনা কমাতে দক্ষিণ কলকাতার চেতলার সিআইটি মার্কেটের প্রবেশপথে চালু হল "ডিসইনফেকটেন্ট চেম্বার"। রবিবার স্থানীয় কাউন্সিলার তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই চেম্বারের উদ্বোধন করেন।

এদিন এই স্যানিটাইজ টানেলের উদ্বোধন করে মেয়র বলেন, 'বাজারে আসা ক্রেতা ও বিক্রেতার অঙ্গ বা পোশাক, বা অন্য কোন মাধ্যম থেকে যাতে কোন সংক্রমণ না ছড়ায়, সেই উদ্দেশ্যে বাজারের প্রবেশপথে এটি করা হয়েছে। এই চেম্বারের মধ্যে যে প্রবেশ করবেন তার গায়ে জীবাণুনাশক হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড স্প্রে হবে'। তবে বাজারে আসা কারোর শরীরের ভেতর জীবানু থাকলে তার থেকে সংক্রমণ এড়াতে বাজারের মধ্যে মাস্ক সবাইকেই ব্যবহার করতে হবে ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে হবে বলে মেয়র জানান। শহরের একটি বণিকসভা এই চেম্বার তৈরি করেছে বলেও মেয়র জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে দক্ষিণ কলকাতার যদুবাবুর বাজারের সামনে স্থানীয় কাউন্সিলার অসীম বসুর উদ্যোগে যদুবাবুর বাজারের প্রবেশপথে ডিসইনফেকশন টানেল, রামগড় ও পাটুলী বাজারের সামনে স্থানীয় কাউন্সিলার বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের উদ্যোগে স্যানিটাইজিং টানেল তৈরি করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভার বাজার বিভাগের উদ্যোগে নিউ মার্কেটের সামনে পরীক্ষামূলক ভাবে একটি স্যানিটাইজার টানেল তৈরি করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৩৮, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২০ : স্বাস্থ্য দফতর

কলকাতা, ২৬এপ্রিল (হি. স.): অব্যাহত রাজ্যে করোনা আক্রান্তের বৃদ্ধির সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮জন। এখন রাজ্যে মোট সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬১। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ২জনের মৃত্যু হয়েছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ২০। রবিবার স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে এমনটাই জানানো হয়েছে। নতুন করে হাসপাতাল থেকে কেউ ছুটি পাননি তাই এই মুহূর্তে রাজ্যে মোট করোনা মুক্তের সংখ্যা ১০৫জন। এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বুলেটিন অনুযায়ী, রাজ্যে এই পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪৮।

এদিন ওই বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ঘণ্টায় মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে এক হাজার ১৩টি। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১০হাজার ৮৯৩। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি কোয়ারান্টিনে রয়েছেন ১৭হাজার ৭৩৩জন। ১২ হাজার ৩৬৯ জন ছুটি পেয়েছেন সরকারি কোয়ারেন্টাইন থেকে। এদের মধ্যে ভিন রাজ্য থেকে আসা সন্দেহভাজন, বিদেশ থেকে আসা সন্দেহভাজন, করণা আক্রান্তের সরাসরি সংস্পর্শে আসা সন্দেহভাজন সকলেই রয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২০৫জনকে সরকারি আইনসলেশনে রাখা হয়েছে। রাজ্যে হোম কোয়ারান্টিনে রয়েছেন ২১হাজার ২৮৮জন। অন্যদিকে হোম কোয়ারেন্টিনে নজরদারি শেষ হয়েছে ৩৯ হাজার ৭৭৪জনের। সরকারি আইসোলেশনে রয়েছেন, ৩ হাজার ৭৮৭ জন। এই পর্যন্ত সরকারি আইসোলেশন থেকে মুক্তি পেয়েছেন, ৩ হাজার ৫৮২জন।

রেশন দুর্নীতির প্রতিবাদে জেলা জুড়ে বিক্ষোভ বিজেপির

বাঁকুড়া, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): লকডাউনের সময় রেশনের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রবিবার জেলা জুড়ে বিক্ষোভ সংগঠিত করে বিজেপি।করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজ্যের দুঃস্থ মানুষদের জন্য রেশনের মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। সেই রেশন নিয়ে দূর্নীতি করছে শাসক দলের নেতারা।

এই অভিযোগে রবিবার বাঁকুড়া জেলা জুড়ে প্রতিবাদে দেখায় বিজেপি। মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প সংলগ্ন লাগাপাড়ায় প্রতিবাদ হয় সুজিত অগস্থির নেতৃত্বে, বেলিয়াতোড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয় বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সদস্য সঞ্জয় পালের নেতৃত্বে। গঙ্গাজলঘাটিতে ভাস্কর লাহা, ছাতনায় জীবন চক্রবর্তী, বাঁকুড়ায় নীলাদ্রি শেখর দানা বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন। বিজেপি নেতা সুজিত অগস্থি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রেশনের চাল ডাল দিচ্ছে। সেই রেশন তৃণমূল নেতারা লুট করছেন। তা দিয়ে স্বজন পোষণ হচ্ছে।

বিজেপি নেতা সঞ্জয় পালের অভিযোগ, আমাদের সাংসদ বা দলীয় নেতাদের বাইরে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না, লকডাউন পরিস্থিতিতে গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য ত্রাণ দিতে গেলে তাতে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল এবং পুলিশ। তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়েছে।

অন্ডালে ইসিএল কর্মীর অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধার

দুর্গাপুর, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): ইসিএল কর্মীর অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে,অণ্ডাল থানা ইসিএলের খাস কাজোড়া কোলিয়ারি এলাকায়।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম দীপক বাউরি (৫৫)। খাস কাজোড়া কোলিয়ারীর১১ নম্বর পিটে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি ওই এলাকায়। মৃতের সহকর্মীরা জানিয়েছেন, এদিন দীপকবাবু কোলিয়ারিতে কর্মরত ছিলেন। হঠাৎই সহকর্মীদের নজরে পড়ে তাঁর অস্বাভাবিক মৃতদেহ। অনুমান, পারিবারিক অশান্তির কারনে দীপকবাবু মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। মানসিক অবসাদের কারনে তিনি আত্মহত্যা করে থাকতে পারে।"

মৃতের সহকর্মী ও শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মৃতের পরিবারের একজন সদস্যের চাকরির দাবি করে ইসিএল কর্তৃপক্ষের কাছে। ইসিএল কর্তৃপক্ষ চাকরির আশ্বাস দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

তাই এলাকাবাসীরা সেখানে ক্যাম্প হতে দেবে না বলে জানিয়ে দেয়। রবিবার পুনরায় বিএসএফের আধিকারিকরা সেই জায়গাটি পরিদর্শন করতে আসে। এলাকাবাসীদের নজরে আসতেই শুরু হয় বিক্ষোভ। এলাকাবাসীদের বক্তব্য দীর্ঘদিন ধরে তারা এই এলাকায় রয়েছে। সেখান থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করে ক্যাম্প করা চলবে না। তাদের উপার্জনের একমাত্র সম্বলকে নষ্ট করে সেখানে ক্যাম্প হতে দেবে না তারা বলে ফের স্পষ্ট করে দেন। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় আমবাসা থানার পুলিশ। প্রায় দু"ঘণ্টা পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সংখ্যা

● প্রথম পাতার পর

বাড়ি ফিরেছে ৭৪১। গোটা দেশে করোনার থেকে আরোগ্য হওয়া রোগীর সংখ্যা ৫৮০৪।

করোনায় সবথেকে বেশি খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, দিল্লি, রাজস্থান। মহারাষ্ট্রে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২৩। আক্রান্তের সংখ্যা ৭০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। পুদুচেরি, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, গোয়ায় বিগত কয়েকদিন ধরে আক্রান্ত হবার কোন খবর নেই।

করোনা আতঙ্কে সিল করা হল রিজেন্ট পার্ক এলাকার পেয়ারা বাগান

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি স):করোনা আতঙ্কে থরহরি কম্প শহরতলী।ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।এরই মাঝে করোনা আতঙ্কে ফের সিল করা হল রিজেন্ট পার্ক এলাকার পেয়ারা বাগানের একটি গলি। সিল করা হল রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশের তরফে।

জানা যাচ্ছে, রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকায় পেয়ারা বাগানের ওই গলিতে এক ব্যক্তিকে করোনা সন্দেহে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। খবর পাওয়া মাত্রই সিল করে দেওয়া হল পেয়ারা বাগানের একটি গলি। পাশাপাশি ব্যারিকেড করে গার্ড রেল দেওয়া হয়েছে ওই গলিতে।মোতায়েন রয়েছে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ।কেউ বাইরে গেলে বা ভিতরে আসলে কড়া পাহাড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ। কেউ বাইরে গেলে বা কেউ ভিতরে আসলে সে কেন আসছে সেই কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি রিজেন্ট পার্ক এলাকায় ড্রোন উড়িয়ে নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফে।

বেহালায় নাকা চেকিং কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি স): করোনা মারণ থাবায় ভুগছে শহরবাসী। করোনা সংক্রমণ এড়াতে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু লকডাউনের মাঝেও অনেকে বেরিয়ে পরছে রাস্তায়। তবে, লকডাউনকে সফল ভাবে পালন করতে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় নাকা চেকিং কলকাতা পুলিশের। রবিবার বেহালার একাধিক জায়গায় কড়া নাকা চেকিং কলকাতা পুলিশের তরফে।লকডাউন হলেও মিলছে জরুরী পরিষেবা। তবে ,অনেকেই সেই ছুতো নিয়ে বেরিয়ে পরছে রাস্তায়। বারবার পুলিশের তরফে অভিযোগ উঠছে অনেকেই পুরোনো প্রেসক্রিপশন, ভুয়ো নথি দেখিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে চাইছে।আর তাই করোনা সংক্রমণ এড়াতে লকডাউন কে সঠিকভাবে পালন করতে কলকাতা পুলিশ গাড়ী থামিয়ে কেন রাস্তায় বেরিয়েছে তা খতিয়ে দেখছে কলকাতা পুলিশ। তারাতলা, ঠাকুরপুকুর সমস্ত জায়গায় কড়া নাকা চেকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

সামাজিক

● প্রথম পাতার পর

ইতিপূর্বে ইলেকট্রিক বাইক বানিয়েছি। যার গতি প্রতি ঘণ্টায় ৬০ কিমিঊ তিনি চাইছেন, সরকারি সহায়তা মিললে ইলেকট্রিক চালিত ট্রেন বানাবেন। স্বদেশী প্রযুক্তির ওই ট্রেন অনেক সাশ্রয়ী হবে বলে দাবি করেন পার্থ সাহা।

এমনই এক আবিষ্কার সম্পর্কে তিনি বলেন, করোনা মোকাবিলায় এখন লকডাউন চলছেঊ ফলে আমাদের সকলের সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা খুবই জরুরি। তাই সামাজিক দূরত্বের বাইক তৈরি করেছি। বাইকের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি জানান, পুরনো বাইকের যন্ত্রপাতি আলাদা করে মাঝখানে রড বসিয়ে দিয়েছি। তাতে, সামনের চাকার সাথে পেছনের চাকার দূরত্ব রেখেছি ৩ মিটার। তাছাড়া, দুই আসনের মধ্যেও দূরত্ব রেখেছি ২ মিটারঊ কারণ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ওইটুকু ব্যবধান থাকতেই হবে। তাঁর কথায়, ব্যাটারি এবং মোটরের মেলবন্ধনে বাইক তৈরি হয়ে গেছে। এই বাইক চালানোর জন্য পেছনের চাকা যান্ত্রিকভাবে ঘুরতে হবে। তাই পেছনের চাকায় ৭৫০ ওয়াট এবং ৪৮ ভোল্টের একটি মোটর লাগিয়েছি। তাছাড়া, বাইকের যাবতীয় যন্ত্রপাতি প্রয়োজন অনুযায়ী লাগানো হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, চাকায় শক-অ্যাবজর্ভার এবং গতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রেক।

সাহাবাবু বলেন, পেছনের আসনে একটি রড দিয়ে হ্যান্ডল বানিয়ে বসানো হয়েছে। তাতে ওই আসনে যে বসবে, অন্তত বাইক থেকে যাতে পড়ে না যায়, সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছেঊ তাঁর কথায়, এই বাইক তৈরি করতে ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। খরচের বিস্তারিত হিসাবও দিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, ব্যাটারি ১৫ হাজার টাকা এবং মোটর ও পুরনো বাইকের জন্য ১৫ হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে। তিনি বলেন, ওই বাইক তৈরি করতে ১ দিন সময় লেগেছে।

ছেলের বিস্ময়ী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গর্বিত মা বলেন, ছোটবেলা থেকেই পার্থ নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে খেলাধুলা করত। ইলেকট্রনিক্সের প্রতি তার অসম্ভব আকর্ষণ। তাই আমরাও তাকে কখনও আটকাইনি।

পালিত

● প্রথম পাতার পর

কাজ খুব সাবধানে করা উচিত। কোনও খারাপ কাজ, কোনও কটু কথা যেন মুখ থেকে না বের হয়। কোনও কারণে যেন কারও ক্ষতি না হয়। পূজা, ধ্যান, দান বা অন্যকে আনন্দ দেওয়া উচিত। যেহেতু এই তৃতীয়ার সব কাজ অক্ষয় থাকে তাই প্রতিটি পদক্ষেপ করতে হয় সতর্ক ভাবে। ব্যবসায়ীদের গণেশ পুজো বা নতুন খাতা।

বাঙালি ব্যবসায়ীদের একটি অংশ অক্ষয় তৃতীয়াকে বেছে নিলেন পয়লা বৈশাখের বিকল্প হিসাবে। ক্রমশ সেই বিকল্প তিথি পেয়ে গেল আরও এক বাণিজ্যিক উৎসব মরসুমের তকমা। দোকানে হালখাতার উৎসবের পাশাপাশি ক্রেতাদের নানা রকম উপহার, অলঙ্কার ব্যবসায় নানা 'অফার', ছাড়। কিন্তু এই বছর করোনার কারণে চলছে লক ডাউন। আর লক ডাউনে আরোপ করা হয়েছে বিশেষ বিধি নিষেধ। বন্ধ মন্দিরের দরজা। তাই এবারের অক্ষয় তৃতীয়া পালন একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। সামজিক দূরত্ব বজায় রেখে মন্দিরের বাইরে পুজো দিয়ে হাল খাতার যাত্রা করা। রাজধানীর লক্ষ্মিনারায়ণ বাড়ির সামনে এই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের পূজা করা হয়। একই সঙ্গে জগন্নাথের স্নান যাত্রা শুরু হয়। দিনটি ভাল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্ত নিয়ম মেনে এই অক্ষয় তৃতীয়ার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে বলে জানান এক পুরোহিত।

পানিসাগরে

● প্রথম পাতার পর

নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরমুহূর্তেই পানিসাগর থানায় খবর পাঠানো হয়।

রবিবার সকালে পানিসাগর থানার পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং নীল ত্রিপুরার বক্তব্য অনুযায়ী অভিযুক্ত আব্দুল আজিজ ও মন্টই আলিকে খোঁজ করতে তাদের বাড়িতে যান। পুলিশ আসার খবর পেয়ে উভয়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তাদের ঘরে থাকা টিআর০৫বি-৯৫৭৪ ও টিআর০৫সি-৭৩০৬ নং দুইটি বাইক পুলিশকর্মীরা পানিসাগর থানায় নিয়ে আসেন। নীল ত্রিপুরা পানিসাগর থানায় অভিযুক্ত আব্দুল আজিজ এবং মন্টই আলির বিরুদ্ধে লিখিত এফআইআর করেন। বসতবাড়িতে আগুন লাগিয়ে হত্যা করার চেষ্টার ঘটনায় গোটা এলাকাজুড়ে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এলকাবাসী দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে। জানা গিয়েছে, নিহত যুবক মানসিক ভাবে রোগগ্রস্ত ছিল।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তা নিয়েও আলোচনা হতে পারে। এছাড়া, আগের বৈঠকগুলির মতো এদিনও কেন্দ্রের কাছে আর্থিক প্যাকেজের দাবি জানাতে পারে কোনও কোনও রাজ্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে ত্রাণের ব্যাপক প্রয়োজন এবং বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়া মহামারীর মোকাবিলায় বড় অঙ্কের টাকা খরচ হচ্ছে এবং হবে। এর ফলে কেন্দ্রের তো বটেই কমবেশি সব রাজ্যের কোষাগারেই ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

খেলা

"বিরক্তিকর" ভারতীয় স্পিনারকে ব্লক করবেন গেইল

করোনার এই সময়ে ঘরবন্দী সবাই। ক্রিকেটাররা বাড়ি থেকেই নিজেদের নানা কর্মকাণ্ড পোস্ট করছেন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে। এই দলে খুবই তৎপর ভারতীয় লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতি চোখ এড়াচ্ছে না কারওরই। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাহালের অতি-তৎপরতা বিরক্তির কারণ হচ্ছে অনেকরই। তাঁর ভাঁড়ামোপূর্ণ ব্যাপার—স্যাপার দেখে অনেকে চাহালকে একহাত নিতে ছাড়েননি।

কিছুদিন আগে ইনস্টাগ্রামে চাহালকে "ভাঁড়" বলেই মন্তব্য করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা এবি ডি ভিলিয়ার্স। এবার ক্রিস গেইল রীতিমতো খেপে গিয়েই চাহালকে অত্যন্ত বিরক্তিকর তকমা দিয়েছেন। তিনি ভারতীয় লেগিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে ব্লক করারও হুমকি দিয়েছেন।

আইপিএলে চাহাল আর গেইল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে সতীর্থ ছিলেন। তাদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ এটা কখনো শোনা যায়নি। কিন্তু এবার এই করোনার সময় সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ভারতীয় সতীর্থকে আর নিতে পারছেন না গেইল। বিরক্তির চরমে উঠেই তিনি মন্তব্য করেছেন, "চাহাল তুমি এবার দয়া করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে রক্ষে কর। তোমাকে আমি আর নিতে পারছি না। এবার তোমাকে আমি ব্লক করব।"কথাগুলো চাহালের পেছনে বলেননি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ব্যাটিং তারকা। তিনি এক ইনস্টাগ্রামে সেশনে সরাসরিই চাহালকে এসব বলেন। গেইল আরেক সামাজিক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম "টিকটকে"র কাছে নাকি সরাসরিই চাহালকে ব্লক করার আবেদন করেছেন, "আমি টিকটককে বলেছি তোমাকে ব্লক করে দিতে। সত্যিই বলছি। তুমি অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে উঠেছ। এ মুহূর্তে তোমার উচিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছেড়ে দিয়ে এটিকে বাঁচানো। আমরা সবাই তোমাকে দেখতে দেখতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এবার তোমাকে আমি ব্লক করব। তোমাকে এ জীবনে আমি আর দেখতে চাই না।"এদিকে সম্প্রতি ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলিও চাহালের বুদ্ধিমত্তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। এবি ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে এক ইনস্টাগ্রাম লাইভ সেশনে কোহলি মন্তব্য করেছেন, "সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চাহালের কর্মকাণ্ড দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না যে ছেলেটির বয়স ২৯ আর সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করে।"উত্তরে ভিলিয়ার্স চাহালকে নিয়ে তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, "ভাবতে পার এই চাহাল আমাকে একদিন রাত একটার সময় কল করেছিল? ছেলেটা পুরোপুরি পাগল।"

ভারতকে ডেকে ৭৩ কোটি টাকা আয়ের আশা

ভারতের বিপক্ষে সিরিজ আয়োজন করে টিভি স্বত্ব ও বিজ্ঞাপন থেকে ১৯ কোটি ৫০ লাখ র‍্যান্ড (৭৩ কোটি টাকা) পাওয়ার আশা করছে দক্ষিণ আফ্রিকাসব ধরনের ক্রিকেটই আপাতত ঘরের উঠোন কিংবা টিভি পর্দায় জায়গা করে নিয়েছে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ যে মাঠে খেলা ফিরতেই দিচ্ছেই না। ভারতের সিরিজ খেলতে গিয়েও মাঝপথে ফিরে আসতে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে।ক্রিকেট এভাবে থমকে যাওয়ায় আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছে সব দেশের ক্রিকেট বোর্ডই। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মতো বড় বোর্ডও কর্মচারিদের ছাঁটাইয়ের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এর মাঝে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার উপায় বের করছে। ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ আয়োজন করেই সব সমস্যার সমাধান করার ইচ্ছা তাদের।

ভারতের বিপক্ষে সিরিজ আয়োজন করে টিভি স্বত্ব ও বিজ্ঞাপন থেকে ১৯ কোটি ৫০ লাখ র‍্যান্ড (৭৩ কোটি টাকা) পাওয়ার আশা করছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেটাও শূন্য গ্যালারিতে খেলা আয়োজন করেই। কারণ ভারতের বিপক্ষে সিরিজের চাহিদা টিভি দর্শকের কাছে এতটাই বেশি যে টিকিট বিক্রির অর্থ থেকে ২০ গুণ আয় করা সম্ভব সেখান থেকেই।

স্পোর্টস টুয়েন্টিফোরকে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী জ্যাক ফাউল বলেছেন, "আমাদের জন্য এটা অনেক বড় একটা সুযোগ। শূন্য গ্যালারিতে চাইলে আমরা খেলতে পারি এবং আয় করতে পারি।"

আগামী আগস্টেই সিরিজটি আয়োজন করতে চায় দক্ষিণ আফ্রিকা। দরকার হলে দুই পক্ষের জন্য সুবিধাজনক ভেন্যু দুবাইয়েও সিরিজ আয়োজন করতে আপত্তি নেই তাদের।

এ সপ্তাহেই শ্রীলঙ্কা সফর স্থগিত হয়েছে প্রোটিয়াদের। জুনের এই সফরে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার।

কিন্তু বৈশ্বিক মহামারির মুখে আগ থেকে সিরিজ স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে দুই বোর্ড।

এ ব্যাপারে ফাউল বলেছেন, "এটা খুবই দুঃখজনক যে আমাদের এ সিদ্ধান্ত নিতে হলো। ক্রিকেটে স্বাভাবিকতা ফিরে এলেই এ সফর নতুন করে আয়োজন করা হবে। লকডাউন পরিস্থিতে আমরা ঠিকভাবে প্রশিক্ষণ নিতে পারছি না।

এতা আমাদের মাথায় রাখতে হচ্ছে। তা ছাড়া খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের কথাও খেয়াল রাখতে হবে। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

টেন্ডুলকারের সেরার তালিকায় ইমরান-কপিল

অনেকের "প্রিয়" ক্রিকেটারের তালিকায় শচীন টেন্ডুলকারের নামটা থাকবে। দুই যুগের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে এত অর্জন, এত কীর্তি... ভারতীয় কিংবদন্তিকে প্রিয় তালিকায় রাখতেই হবে। মানুষের "প্রিয়" তো হয়েছেনই। তা টেন্ডুলকারের কাছে যদি পাঁচজন সেরা অলরাউন্ডারের নাম জানতে চাওয়া হয়, কাকে রাখবেন? কাল তাঁর ৪৭তম জন্মদিন ছিল। জন্মদিনে স্টার স্পোর্টসকে টেন্ডুলকার জানালেন তাঁর চোখে ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা পাঁচ অলরাউন্ডারের নাম: কপিল দেব, ইমরান খান, স্যার রিচার্ড হ্যাডলি, ম্যালকম মার্শাল ও ইয়ান বোথাম।পাঁচ অলরাউন্ডারকে বেছে নেওয়ার ব্যাখ্যায় টেন্ডুলকারের যুক্তি, "আমি এই পাঁচ অলরাউন্ডারের খেলা দেখতে দেখতে বড় হয়েছি।এঁদের একজনের সঙ্গে খেলেছি, তিনি কপিল। আমার প্রথম পাকিস্তান সফরে প্রতিপক্ষ দলের অধিনায়ক ছিলেন ইমরান খান। তৃতীয়জন হচ্ছে স্যার রিচার্ড হ্যাডলি। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সফরে প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড দলে ছিলেন তিনি। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় ম্যালকম মার্শাল আর ইয়ান বোথামের বিপক্ষে খেলেছি।" যাঁদের দেখে বড় হওয়া, তাঁদের বিপক্ষেই ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে মুখোমুখি হওয়ার অনুভূতি। টেন্ডুলকারের ক্যারিয়ারকে তো শুধু শুধুই বর্ণাঢ্য বলা হয় না!

ক্রিকেট পিচ ছোট হোক, চান রমিজ

করোনা—পরবর্তী সময়ে বোলাররা যেহেতু বলে থুতু বা ঘাম ব্যবহার করতে পারবেন না। তাই তাদের সুবিধ দিতে ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্যই কমিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন রমিজ রাজা। ফাইল ছবি করোনা—পরবর্তী সময়ে বোলাররা যেহেতু বলে থুতু বা ঘাম ব্যবহার করতে পারবেন না। তাই তাদের সুবিধ দিতে ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্যই কমিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন রমিজ রাজা। করোনা—পরবর্তী সময়ে ক্রিকেট যখনই মাঠে গড়াক, একটা বিষয় প্রায় নিশ্চিতক্রিকেটাররা আর কখনোই থুতু দিয়ে বল চকচকে করার সুযোগটা পাচ্ছেন না। কোভিড—১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মানতে গিয়েই ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি বলে থুতু লাগিয়ে ঘষার সেই আবহমান ক্রিকেট সংস্কৃতি বদলে দিচ্ছে।কেবল থুতু নয়, বলে ঘাম ব্যবহার করে তা উজ্জ্বল করাও নিষিদ্ধ হতে পারে। এর বিকল্প ব্যবস্থা অবশ্য ভেবে রেখেছে আইসিসি। সেটি আম্পায়ারের তত্ত্বাবধানে কোনো কৃত্রিম বস্তু দিয়ে বল উজ্জ্বল করা বা এ জাতীয়। এতদিন ক্রিকেট বলে কৃত্রিম কোনো কিছু লগানোই বেআইনি ছিল। এর ব্যত্যয় ঘটলে সেটিকে বল টেম্পারিংয়ের তকমা দেওয়া হতো। কিন্তু করোনা—পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে সেই অবৈধ ব্যাপারটিই ক্রিকেটে বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে। বল বিকৃতি হয়ে যাচ্ছে সিদ্ধ, স্বীকৃত।পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক রমিজ রাজা ব্যাপারটিকে সমস্যা হিসেবেই দেখছেন, "এখন ক্রিকেটাররা বলে থুতু বা ঘাম লাগাতে পারবে না। এতে বল পালিশ করতে সমস্যা হবে। রিভার্স সুইংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র প্রয়োগে এই পালিশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রিভার্স সুইং জিনিসটি না থাকলে ক্রিকেটে ভারসাম্য নষ্ট হবে।"তিনি এর সমাধানে বোলারদের সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাবই দিচ্ছেন। রমিজ মনে করেন, বোলারদের বাড়তি সুবিধা দেওয়াই যায়। সেক্ষেত্রে পিচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে আনা যেতে পারে, "বোলারদের বাড়তি সুবিধা দিতে পিচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে দেওয়া যায়। পিচের দৈর্ঘ্য ২২ গজের জায়গায় ২০ গজ করে দিলেই কিন্তু বোলাররা বাড়তি সুবিধা পেয়ে গেল।"

করোনা—পরবর্তী পৃথিবীর অনেক কিছুই বদলে যাবে। স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে অনেক কড়াকাড়ি আসবে।

অনলাইনে পাকিস্তানের ৪৫ ক্রিকেটারের ক্লাস নেবেন ওয়াসিম-মিয়াঁদাঁদরা

করোনার কারণে গৃহবন্দী হয়ে আছেন ক্রিকেটাররা। খেলা নেই, কবে আবার শুরু হবে তারও ঠিক নেই। এ সময়ে দারুণ এক উদ্যোগ নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।নাসিম শাহর যেন উচ্ছ্বাস বাঁধ মানে না। মাস দুয়েক আগে রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট ইতিহাসের সবর্কনিষ্ঠ হ্যাটট্রিকম্যান বনে যাওয়া পাকিস্তানি ফাস্ট বোলারের উচ্ছ্বাসের কারণ?

জাতীয় দলে বোলিং কোচ হিসেবে ১৭ বছর বয়সী নাসিম পান কিংবদন্তি পাকিস্তান ফাস্ট বোলার ওয়াকার ইউনিসকে। এর পাশাপাশি যদি ওয়াসিম আকরাম, শোয়েব আখতারের মতো কিংবদন্তিদের কাছেও ক্লাস করার সুযোগ মেলে? যদি জানার সুযোগ মেলে তাঁদের ক্যারিয়ারের খুঁটিনাটি। তাঁরা অনুশীলনে কী করতেন না করতেন, ম্যাচের আগে প্রস্তুতিতে কোন দিকটাতে নজর দিতেন, প্রতিপক্ষকে কীভাবে পড়তেন, তারকাখ্যাতি কীভাবে সামলাতেন...সবই যদি জানার সুযোগ মেলে?"এই গ্রেটরা কীভাবে প্রতিপক্ষকে পড়ে নিতেন, গতি আর দক্ষতা দিয়ে কীভাবে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতেন সেসব শোনার সুযোগ পাব" — উচ্ছ্বসিত নাসিমের কথা। শুধু নাসিমই অবশ্য নন, পাকিস্তান দলের তরুণ ক্রিকেটারদের পাশাপাশি জাতীয় দলের বাইরের উঠতি অন্য ক্রিকেটার মিলিয়ে মোট ৪৫ ক্রিকেটারের জন্য অনলাইনে পাকিস্তানের কিংবদন্তিদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ করে দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। করোনাভাইরাসের কারণে আপাতত সব বন্ধ, ফিটনেস ঠিক রাখার জন্য কিছু ব্যায়ামের বাইরে তেমন কিছুই করার সুযোগ নেই ঘরবন্দী ক্রিকেটারদের বেশিরভাগেরই। সময়টাকে কাজে লাগাতেই এমন উদ্যোগ পিসিবির।শুধু ওয়াসিম-শোয়েবই নন, অনলাইনে "ক্লাস" নেবেন জাভেদ মিয়াঁদাদ, মোহাম্মদ ইউসুফ, মঈন খান, মুশতাক আহমেদ, রশিদ লতিফ ও ইউনিস খান। সবাই অবশ্য সব ব্যাপারে বলবেন না। ব্যাটিং, পেস ও স্পিন বোলিং আর উইকেটকিপিং — চার বিভাগে ভাগ করে কথা বলবেন সাবেকরা।

মিয়াঁদাদ, ইউসুফ ও ইউনিস কথা বলবেন ২১ ব্যাটসম্যানের সঙ্গে, ১৩ ফাস্ট বোলারের জন্য ওয়াসিম-শোয়েব, ৬ স্পিনারের সঙ্গে জ্ঞান ভাগাভাগি করবেন মুশতাক, আর মঈন ও রশিদ ক্লাস নেবেন ৫ উইকেটকিপারের।শুধু যে বর্তমান খেলোয়াড়েরাই খুশি, তা নয়। তরুণদের সঙ্গে নিজেদের এত বছরের ক্রিকেট খেলার, ক্রিকেট দেখার ও শেখার জ্ঞান ভাগাভাগি করতে উন্মুখ কিংবদন্তিরাও। মিয়াঁদাদ বলছিলেন, "এই ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলতে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় আছি। আশা করি আমি ওদের নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিতে পারব যেটা ওদের ব্যক্তিগত ও দলীয় পারফরম্যান্স আরও ভালো করবে।" রশিদ লতিফ ঠিক করে রেখেছেন, "নিজেই বলতে থাকার চেয়ে আমি যেটা করব, ওদের প্রশ্ন করতে দেব, ওদের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলব।"পাকিস্তানের প্রধান কোচ ও প্রধান নির্বাচকের যৌথ ভূমিকা পালন করা মিসবাহ-উল-হকের কথাটা শোনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মতো। সাবেকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "এই কিংবদন্তিদের ঝুড়িতে অনুপ্রেরণাদায়ী অনেক গল্প আছে। আমি চাইব তরুণ ক্রিকেটাররা যেন যা শোনে তা-ই মনে ধারণ করে, এই বিশ্বমানের পারফরমারদের কাছ থেকে কিছু শেখে।"

কপিলের ন্যাড়া হওয়ার প্রেরণা ভিভ—ধোনি

চোখে কালো চশমা। পরনে কালো স্যুট। পুরো মাথাটাই ন্যাড়া কপিল দেবের। সঙ্গে রেখেছেন দাড়ি। একেবারে নতুন চেহারায় ভারতের ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। আর এই ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট হতেই ভাইরাল। নতুন চেহারার কপিল দেবকে দেখে রীতিমতো অবাক ভক্তরা। সবাই মেতেছেন কপিলের প্রশংসায়।

করোনাভাইরাস শুরু হতেই মাথা ন্যাড়া করার একটা রেওয়াজ চালু হয়েছে বিশ্বজুড়ে। অস্ট্রেলিয়ান তারকা ক্রিকেটার ডেভিড ওয়ার্নার কয়েকদিন আগে টুইট করে করোনাযোদ্ধাদের সম্মানে মাথা কামিয়ে ফেলার অনুরোধ করেছিলেন। তবে কি সেই আবেদনে সাড়া দিয়েই এভাবে মাথা ন্যাড়া করেছেন কপিল? উত্তরটা নিজেই দিয়েছেন হরিয়ানার হ্যারিকেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভিভ রিচার্ডস আর ভারতের মহেন্দ্র সিং ধোনিদুজনই কপিলের খুব প্রিয়। দুজনই কপিলের কাছে নায়ক। তাইতো নিজের নায়কেরা যা করেছেন, এবার সেটাই করলেন কপিল।ন্যাড়া হওয়ার পর ভিডিও টুইটে কপিল বলেন, "ভিভ রিচার্ডস আমার নায়ক। সে এমন করেছে। বিশ্বকাপ জেতার পর ধোনিকেও টাক হতে দেখেছি। সেও আমার নায়ক। তাই ভাবলাম আমিও কেন করব না? সুযোগটা পেয়ে এবার মাথা ন্যাড়া করে ফেললাম।"খেলোয়াড়ি জীবনের ভিভের অবশ্য মাথায় চুল ছিল। কিন্তু অবসরের পর মাথা ন্যাড়া ভিভকেই দেখছে বিশ্ব। আর ২০০৭ সালের টি- টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পরপরই মাথা কামিয়ে ফেলেন ধোনি। এরপর ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের পরও মাথার চুল প্রায় ন্যাড়া করেছিলেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান।ন্যাড়া কপিলকে দেখে অবশ্য বেশ মজা পেয়েছেন ভিভ। তাইতো উল্টো টুইট করে জানিয়েছেন, " হা. হা. হা। বন্ধু তুমি ঠিক অনুপ্রেরণাই পেয়েছো।"

বলে থুতু আর ঘাম মাখানোর পক্ষে নেহরা—হরভজন

করোনা—পরবর্তী সময়ে ক্রিকেটে থুতু দিয়ে বল চকচকে করা, কিংবা ঘাম মাখানোর সংস্কৃতিটা উঠে যাবে? আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা দৃষ্টিকটু এই ব্যাপারটিই বহুকাল ধরে ক্রিকেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাঠে বোলাররা বা ফিল্ডাররা বলে থুতু ঘষছেন না, এমন দৃশ্য দেখার জন্যও তো তৈরি নয় ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ।

কিন্তু করোনার কারণে স্বাস্থ্যবিধি অক্ষরে, অক্ষরে মেনে চলাটা এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নীতি---নির্ধারকেরা খেলাটি থেকে "অস্বাস্থ্যকর" এই রীতিটা তুলে দেওয়ার কথাই ভাবছেন। তবে এখানে কিছু ব্যাপার আছে। ক্রিকেটে কৃত্রিম কোনো জিনিস, যেমন ভ্যাসলিন, শিরিষ কাগজ ইত্যাদি দিয়ে বল ঘষা আইনবহির্ভূত। তাই "প্রাকৃতিক" থুতু ও ঘামই বল চকচকে করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে ঘোরতর বিপদেই পড়তে হবে বোলারদের। ক্রিকেট বলে যেকোনো ধরনের সুইং করাতেই থুতু ও ঘামের ব্যবহার আবশ্যিক। ভারতের দুই সাবেক বোলার আশিস নেহরা ও হরভজন সিং তো বলেই দিয়েছেন, ক্রিকেট বল সুইং করাতে থুতু আর ঘামের বিকল্প নেই।ভারতের সাবেক বাঁ হাতি পেসার আশিস নেহরাকে ভাবিয়ে তুলেছে ব্যাপারটি, "প্রথমত বলে সুইং করাতে হলে থুতু আর ঘাম লাগাতেই হবে।"অনেকেই থুতু ও ঘামের বিকল্প হিসেবে বলে ভ্যাসলিন ব্যবহার করেন, যদিও এটি বর্তমান ক্রিকেটের আইনে অবৈধ। কেউ কেউ তো শিরিশ কাগজ এমনকি ট্র্যাউজারের চেইনের জিপার দিয়ে বল ঘষেছেন কেবল মাত্র বাড়তি সুইংয়ের আশায়। ১৯৭৬ সালে ইংলিশ বোলার জন লেভারের সেই ভ্যাসলিন মাখানোর কাহিনি খুবই বিখ্যাত। তবে নেহরা মনে করেন, যা—ই করা হোক না কেন, থুতু আর ঘাম লাগবেই, "আমি রীতিমতো বাজি ধরে বলতে পারি লেভার বলে ভ্যাসলিন মাখানোর আগে থুতু ও ঘাম ব্যবহার করেছিল। ভ্যাসলিন কেবল বলটাকে স্কিড করাতে বাড়তি সহায়তা করবে।"

নেহরার সঙ্গে একমত হয়ে বল বিকৃতি বা কৃত্রিম বস্তু ব্যবহারের বিপদটা বলেছেন অফ স্পিনার হরভন সিং, "একবার ভেবে দেখুন থুতু আর ঘাম নিষিদ্ধ হওয়ার পর বোলাররা বলে সুইং করাতে বোতলের ছিপি ব্যবহার করবে। ইনিংসের পঞ্চম ওভার থেকেই বল যদি রিভার্স সুইং করা শুরু করে তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে!"

রাজ্যের নানা স্থানে গরীবদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বন্টন বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল ।। লকডাউনের ফলে মোটর শ্রমিকরাও রাস্তায় যানবাহন নিয়ে বের হতে পারছেন না। ফলে তাদের পরিবারে অভাব অনটন চরম আকার ধারণ করেছে। শ্রমিকদের এই দুঃসময়ে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছে নাগেরজলা অটো স্ট্যান্ডের কর্মকর্তারা। রবিবার শ্রমিকদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার শুভলগ্নে নাগেরজলা অটোস্ট্যান্ডে কর্মকর্তারা শ্রমিকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করলেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, গোটা দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করায় গরিব অংশের মানুষ এবং মোটর শ্রমিকরা অভাব অনটনে পড়েছেন। সেক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্যোগ খুবই সময়োপযোগি তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে অনাহারের হাত থেকে রক্ষা করতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগীদের এগিয়ে আসার যে আহ্বান জানিয়েছেন নাগেরজলা অটোস্ট্যান্ডের কর্মকর্তাদের এই উদ্যোগ তারই স্বার্থক রূপায়ণ। দুঃসময়ে খানিকটা সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করলেন যারা অসহায় তারা কিছুটা হলেও সমস্যা থেকে উত্তোরনের পথ খুঁজে পায়। বিশেষ করে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তিনি আরও বলেন, সারা রাজ্যেই গরিব অংশের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজসেবী সংগঠন এবং ব্যক্তিবর্গ খাদ্য সামগ্রী প্রদান করে চলেছেন। এ ধরনের উদ্যোগ মানবতাবোধের পরিচায়ক বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বর্তমানে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য গোটা দেশজুড়ে যে যুদ্ধ চলেছে সেই যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে প্রত্যেককেই একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে বলে উল্লেখ করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। নাগেরজলা অটোস্ট্যান্ডের কর্মকর্তারা জানান, অটো শ্রমিকদের মধ্যে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, সয়াবিন সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। লকডাউনের সময়সীমা আরও বাড়লে তারা পুনরায় এ ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নেবেন বলেও তারা জানান।

লকডাউনের ফলে গ্রাম পাহাড়ের মানুষ সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন। পাহাড়ি এলাকায় জনজাতিদের মধ্যে খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাজারহাট বন্ধ থাকায় ওইসব এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও মিলছে না। এইসব কথা বিবেচনা করেই বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত রবিবার কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জনজাতিদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করলেন। বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের গণ্ডি পার হয়ে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ছুটে গেলেন জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। রবিবার কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের রূপাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের করবং পাড়া স্কুলমাঠে জনজাতিদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। প্রায় ২০০০ দুস্থ উপজাতির মধ্যে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত ও বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা, ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রূপাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, চাকমাঘাট, নয়নবাড়ি প্রভৃতি এলাকার জনজাতিরা ত্রাণ সংগ্রহের জন্য আসেন। বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত বলেন, শুধু শহর এলাকাতেই ত্রাণ বন্টন করলে চলবে না, জনজাতি অংশের মানুষও আমার ভাই-বোন। তারাও লকডাউনের ফলে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন। তাদের জন্য মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত। সে কারণেই তিনি কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে খাদ্য সামগ্রী প্রদানের জন্য এগিয়ে এসেছেন। লকডাউনের সময়সীমা আর্য্য বাড়লে তিনি আরও ব্যাপক সংখ্যায় জনগণকে ত্রাণ প্রদান করবেন বলে জানিয়েছেন। বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের এ ধরনের মহতী উদ্যোগে জনজাতি অংশের মানুষ রীতিমতো আপ্লুত। ত্রাণ বণ্টন অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার বলেন, বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত তার নিজ বিধানসভা এলাকায় চতুর্থ রাউন্ড পর্যন্ত ত্রাণ বণ্টন করেছেন। কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকায় ত্রাণ বণ্টনের মধ্য দিয়ে তিনি জনজাতিদের প্রতি তার আত্মিক সম্পর্কের বার্তা দিয়েছেন।

করোনা সংক্রমণ রোধে লকডাউনের ফলে কর্মহীন হয়ে পড়া গরিব দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াল রাজধানীর উত্তর বনমালীপুরের ইয়ংস কর্নার ক্লাব। রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া শুভ দিনে গরিব ও দুস্থ মানুষের হাতে শুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীই নয়, মিষ্টি ও বিস্কুটের প্যাকেটও তুলে দেন ক্লাব কর্মকর্তারা। এদিন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি সঙ্কটময় মুহূর্তে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোয় ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে ২০৩ জনের হাতে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

লকডাউনে কর্মহীন দরিদ্র শ্রমিক পরিবারের হাতে ত্রাণ তুলে দিলেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। রবিবার কুমারঘাটে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা কর্মীদের সহযোগিতায় দুস্থ মানুষের হাতে চাল, ডাল সহ অন্যান্য ভোজ্য দ্রব্য তুলে দেন। এক সাক্ষাৎকারে কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের দ্বারা প্রচারিত বিভিন্ন পদক্ষেপের বাস্তবায়ন না ঘটায় তার তীব্র সমালোচনা করেন। পাশাপাশি এদিন কংগ্রেস দলের তরফে কুমারঘাটে ১৫০ পরিবারকে ত্রাণ বন্টন করা হয়েছে বলেও দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। কিন্তু ছবি অন্য কথা বলছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ৪০থেকে ৫০জনকে দেওয়া হয়েছে ত্রাণ আর এর প্রচার করতে গিয়ে কংগ্রেস নেতারা বলেছেন ১৫০ পরিবারের কথা। এদিনের ত্রাণ বন্টনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ দাস, নারী পান্না দেব, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক চূড়াচাদ শর্মা প্রমুখরা।

বাধারঘাট শ্রীপল্লী এলাকায় কল্পতরু উৎসবের অর্থ সাশ্রয় করে রবিবার গরিব মানুষের মধ্যে খাদ্য পণ্য সামগ্রী প্রদান করেছে কল্পতরু উৎসব কমিটি। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সম্পাদক হিতকামানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিতকামানন্দ মহারাজ বলেন, কল্পতরু উৎসব গত কয়েকবছর ধরেই ভক্তরা করে আসছেন। কল্পতরু উৎসবের অর্থ সাশ্রয় করে সমাজসেবায় খরচ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তাতে সাড়া দিয়েই উৎসবের অর্থ সাশ্রয় করে রবিবার এলাকার ১২০টি দুস্থ পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন হিতকামানন্দ মহারাজজী। তিনি বলেন, লকডাউন চলাকালে তিনমাস পর্যন্ত সরকারি সাহায্য মিলবে। কিন্তু তারপর সমস্যা আরও বাড়বে। ঘরে বসে থাকলে পরিবার চলবে না, রাজ্য চলবে না, দেশ চলবে না। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রত্যেককেই কাজকর্মে শামিল হতে হবে। সরকারি নিয়মবিধি মেনে সকলকে চলার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন হিতকামানন্দ মহারাজজী।

সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে : মোহন ভাগবত

নাগপুর, ২৬ এপ্রিল (হি. স.): স্বার্থ, অহংকার, নিজ কীর্তি প্রকাশ করার জন্য নয়। নিজের আত্মীয় বৃত্তি ও সেবা মনোভাব নিয়ে আর্তের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে হবে। সেবার মধ্যে কোনও অহংকার থাকবে না মনে রাখতে হবে দেশের ১৩০ কোটি জনগণই ভারত মাতার সন্তান। সকলেই আমাদের বন্ধুজন। দেশে করোনা মহামারীর প্রকোপের সময় সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে মানুষের জন্য মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। এবং সমস্ত সরকারি নির্দেশ পালন করেই একাজ করতে হবে বলে রবিবার অনলাইনে দেওয়া নিজের ভাষণে একথা বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসঙ্ঘ (আরএসএস) - এর সরসঙ্ঘচালক ড় মোহন ভাগবত।

বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারনে জেরাবার সমগ্র বিশ্ব। করোনায় আক্রান্ত ভারতবর্ষও। করোনা রোধে দীর্ঘদিন ধরে দেশে চলছে লকডাউন। যার জেরে বিপাকে পড়েছে কোটি কোটি ভারতবাসী। লকডাউনে বিপাকে পড়া দেশবাসীর সহায়তায় বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে আরএসএস ও আরএসএস-এর একাধিক সহ সংগঠন। এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসঙ্ঘের কর্তব্য কি হওয়া উচিত তা নিয়েই অনলাইন এক বৌদ্ধিক বর্গের আয়জন করে আরএসএস। রবিবার বিকেলে ওই অনলাইন বৌদ্ধিক বর্গে এই অবস্থায় স্বাংসেবকদের ভূমিকা নিয়ে দিক নির্দেশ করেন সরসংঘচলক ড় মোহন ভাগবত। এদিন তিনি জানিয়েছেন, করোনার জেরে সঙ্ঘের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ থাকলেও সেবা কর্ম চলছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে, যেসব জায়গায় লকডাউন রয়েছে সেখানে অনুমতি নিয়েই কাজ করে যেতে হবে। মহামারীকে ভয় পেলে চলবে না। কারণ ভয় পেলে সংকট আরও বেশি বেড়ে যায়। ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিজেকে সুস্থ রেখে সেবা কার্য এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ত্রাণ থেকে কেউ যাতে বাদ না যায়, তা দেখতে হবে। কোনও মতেই হাল ছাড়লে চলবে না। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে মানুষের জন্য মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। সাহায্য নয় সেবা এই মানসিকতা রাখতে হবে।
সেই সঙ্গে এদিন তিনি সাবধান করেন, উপকার করছি এই মানসিকতা রাখলে চলবে না। সেবা ও স্নেহের মানসিকতা রাখতে হবে। ভারত নিজের কিছুটা ক্ষতি করে বিদেশি রাষ্ট্র গুলোকে ওষুধ দিয়ে সাহায্য করেছে। এটাই ভারতের প্রাচীন পরম্পরা। পরপোকারী হতে হবে। কিন্তু করোনা থেকে সাবধান হতে হবে। আয়ুষ মন্ত্রণালয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যা বলেছে তা মেনে চলতে হবে। নিজেকে ভাল রাখতে হবে এবং একই সঙ্গে সমাজ তথা গোটা বিশ্বকে ভাল রাখতে হবে। যত দিন এই সঙ্কট

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনায় বিশ্বব্যাপী মৃত্যু বেড়ে ২,০৩, ২৬৯, আক্রান্ত ২৯,২০,৮৯৯ জন

ওয়াশিংটন, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): সময় যত এগোচ্ছে ততই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিশ্বজুড়ে ফের বাড়ল মৃত্যু ও সংক্রমণ। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রবিবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা দুই লক্ষ ছাড়িয়ে ২,০৩, ২৬৯-তে পৌঁছেছে। সংক্রমিত ২৯,২০,৮৯৯ জন। ২৬ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ২৯,২০,৮৯৯ জন। মৃতের সংখ্যা সংখ্যা দুই লক্ষ ছাড়িয়ে ২,০৩,২৬৯-তে পৌঁছেছে। এপর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৮,৩৬, ৬৮৩জন । জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ৯,৬০,৬৫১, ইতালিতে সংক্রমিত ১,৯৫,৩৫১, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২২৩,৭৫৯, ফ্রান্সে ১,৬১,৪৮৮ এবং ব্রিটেনে ১,৪৮,৩৭৭৫ জন। চলতি বছর জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখে চীনে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম করোনা রোগীর মৃত্যুর খবর প্রকাশ করা হয়। ১১ জানুয়ারি থেকে ২৬এপ্রিল মাত্র কয়েক মাসেই এই মহামারি করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা দু'লাখ ছাড়িয়ে গেল।

ওড়িশায় করোনায় আক্রান্ত বেড়ে ১০৩

ভুবনেশ্বর, ২৬ এপ্রিল (হি. স.): বিগত ২৪ ঘণ্টায় ওড়িশায় নতুন করে আক্রান্ত নয়জন। সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত এই রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৩। রবিবার রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে জাজপুর জেলায় নতুন করে ছয়জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া। রৌরকেলায় আরো তিনজন মারণ এই রোগে আক্রান্ত। জানা গিয়েছে জাজপুরে যে ছয় জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে, তাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফিরে আসার একটা ইতিহাস রয়েছে। এই ৯ জন করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে যারা এসেছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।অন্যদিকে ভদ্রক, বালাসোর, জাজপুরে প্রায় ৬০ ঘন্টা শাট ডাউন করে রাখার পর রবিবারের সকাল দশটা নাগাদ তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। জেলাবাসীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান রাজ্য পুলিশের ডিজি।প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিগত কয়েক দিন ধরে কালাহান্ডি, কাটাক, পুরীতে নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

করোনা আবহে খাদ্য বিলি সোহমের

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশ থেকে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু এর জেরে গৃহবন্দী শহরতলী।কিন্তু লকডাউনের জেরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে দিন আনে দিন খায় মানুষ গুলোকে। পাশাপাশি লকডাউনকে সফলভাবে পালন করতে দিনরাত এক করে করে কাজ করে চলেছে পুলিশ।
রবিবার অসহায় মানুষ থেকে পুলিশের পাশে পাশে দাঁড়ালেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী।ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আর আতঙ্কের মাঝে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু সমস্যায় পড়তে হচ্ছে অসহায় দুঃস্থ মানুষদের। পাশাপাশি নিজেদের জীবনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

লকডাউনে মানুষের নেই কর্মব্যস্ততা। তাই এখন ঘুড়ি উরাতে ব্যস্ত প্রায় সকলেই। তাই ঘুড়িশিল্পীদের চলছে ঘুড়ি তৈরীর চরম ব্যস্ততা। ছবি-নিজস্ব।

মানুষের হৃদয়ের মজবুত প্রেরণা করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি. স.): করোনা প্রতিরোধে দেশের প্রতিটি জনগণের হৃদয়ের ঔদার্যকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মানুষ যেভাবে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবদান রেখেছে তাতে আপ্লুত দেশের প্রধান সেবক। প্রতিরোধকে জনগণ নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে মন কি বাতে জানিয়েছেন তিনি। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাই কর্মী, পুলিশ, ডাক বিভাগের কর্মী অবদানের কথা স্মরণ করেছেন।
রবিবাসরীয় সকালে মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনার বিরুদ্ধে যাবতীয় উদ্যোগে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকে নিজেদের কর্তব্য দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেছেন। খাদ্যের যাতে অভাব না হয় সেই জন্য এই পরিস্থিতিতেও কৃষকেরা নিরলসভাবে ক্ষেতে পরিশ্রম করে গিয়েছেন। বাড়িওলারা ভাড়াটিয়ার ভাড়া মকুব করে দিয়েছে। যেসব স্কুলগুলিতে অস্থায়ীভাবে পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে সেখানে তারা নিজেদের মতন করে স্কুলগুলিকে মেরামতি করেছে। প্রত্যেকে নিজেদের কর্তব্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করেছে। প্রদীপ জ্বালিয়ে, হাত তালি দিয়ে দেশকে একসূত্রে বাঁধতে সাহায্য করেছে। যেসব মানুষের খাবার পাচ্ছে না তাদেরকে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে সহ নাগরিকেরা। মানুষের হৃদয়ের এই মজবুত প্রেরণা করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সহায়তা করেছে। এর জন্য দেশের ১৩০ কোটি ভারতবাসীকে প্রণাম জানাই।ত্রাণ সরবরাহ এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমন্বয় বজায় রাখতে ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ভূমিকা কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কোভিডওয়ারিয়র.গভ. ইএন নামে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে।যেখানে ইতিমধ্যে সোয়া কোটি মানুষ যুক্ত হয়েছে।চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে এই ওয়েবসাইটের ভূমিকা অপরিসীম। সংকটকালে যাবতীয় পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে এই ওয়েবসাইট।
প্রধানমন্ত্রী মনে করেন প্রতিটি লড়াই ও সংকট মানুষকে নতুন করে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে যায়। বর্তমানে করোনা সংকট দেশের উদ্ভাবনীদের নতুন জিনিস তৈরি করতে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্র, বাণিজ্যিক ক্ষেত্র সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন এসেছে এবং ক্রমশই উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিটি সরকারি সংস্থা সাধ্যমত নিজেদের কাজ করে চলেছে। কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।
পুলিশের মানবিক ভূমিকার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, পুলিশ বলতেই মানুষের মনে আগে একটা নেতিবাচক চিন্তা ধারা তৈরি হতো। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। পুলিশ মানবিকতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের মধ্যে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে পুলিশ। দেশের ডাক বিভাগ এবং রেলের কর্মীরাও এই পরিস্থিতিতেও নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদন করে যাচ্ছেন। দুটি দপ্তরের তৎপরতায় ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। রেল দপ্তর একশোরও বেশি পণ্যবাহী ট্রেন চালিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার মাধ্যমে মানুষ বিনামূল্যের রেশন পাচ্ছে। অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে গ্যাস সিলিন্ডার সহ অন্যান্য জিনিস পাচ্ছে। আকাশপথে ত্রাণও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। লাইফ লাইন উড়ান অভিযানে বিমান উড়িয়ে প্রায় তিন লাখ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়া হয়েছে। ৫০০ টন ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছে এর মাধ্যমে। মানুষ রিক্সা চালক, অটোচালক সাফাই কর্মী সবজিওয়ালা, পরিচারিকাদের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। তাই বিপদের এই সময় তারা এদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বিনামূল্যে চাল, ডাল এদেরকে দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর যাতে কোনোভাবেই হিংসাত্মক আক্রমণ না নেমে আসে তার জন্য অধ্যাদেশ পাস করেছে সরকার। দেশবাসী তা সাদরে মেনেও নিয়েছে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিদেশি রাষ্ট্রকে ওষুধ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে।সেই সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কেরা এরজন্য ভারতবাসীকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে চলতে আহ্বান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তা মেনে চলার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। মন কি বাত অনুষ্ঠানের পর এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যথেষ্ট সময়োপযোগী ব্যক্তিত্ব। তাঁর পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে অচিরেই মুক্তি পাওয়া যাবে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ আবহের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীকে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সংকল্প গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের একতাই নতুন দিন বয়ে আনবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। দেশের একতা শক্তিই সমাজকে বদলে দেবে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তাতে পরিবেশ পরিস্থিতিরও বদল হবে। ভারতবাসীকে মানবতা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। দেশবাসী দেখিয়ে দিয়েছেন সংকল্প শক্তিই সবচেয়ে বড়। ভবিষ্যৎ ভারতের নতুন সংঘ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রত্যেককে মাস্ক ব্যবহার করতে মন কি বাত অনুষ্ঠানে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মাস্ক হবে সভ্য সমাজের অন্যতম প্রতীক বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মন কি বাত অনুষ্ঠানের এক নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। করোনার বিরুদ্ধে লড়াই গোটা সমাজব্যবস্থাকেই বদলে দেবে। ভারতের সভ্যতার নতুন সংজ্ঞা হবে সংযম। সংখ্যালঘুদের রমজান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংযমের মাধ্যমেই রমজান পালন করতে হবে।
এই রমজানই দেশবাসীকে মুক্তির পথ দেখাবে। নিষ্ঠার সঙ্গে বাড়িতে বসে রমজান মাস পালন করতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। অক্ষয় ক্লাবের দিশাও দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।
অক্ষয় তৃতীয়ার শুভলগ্নে প্রত্যেককে শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং সমৃদ্ধি কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।
লকডাউনের নিয়মনীতি মেনে চলতে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক আবারও আপামর রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। লকডাউনের নিয়মকানুন মেনে চলার মধ্য দিয়েই প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

করিমগঞ্জে সামাজিক দূরত্ব লঙ্ঘিত হচ্ছে খোদ জেলাশাসকের কার্যালয়ে

করিমগঞ্জ (অসম), ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় লকডাউনের সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আংশিক শিথিলতা দিলেও, সামাজিক দূরত্ব ব্যাপক বারে লঙ্ঘিত হচ্ছে। ব্যাংক, এটিএম, বাজার, এমন-কি খোদ জেলাশাসক কার্যালয়েও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে না। গাড়ির পাস নেওয়ার জন্য জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ এসে ভিড় করছেন জেলাশাসকের কার্যালয়ে। সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী থাকা সত্ত্বেও, খোদ জেলাশাসক কার্যালয়ে প্রশাসন যন্ত্রকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নামে প্রহসন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্বকে গুরুত্ব দেওয়ার বার বার আহ্বান জানাচ্ছেন। অথচ করিমগঞ্জ জেলার সর্বত্রই এক চিত্র। কোথাও মানা হচ্ছে না সোশাল ডিস্টেন্সিং। প্রতিদিন সকাল থেকে শতশত লোক প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে জেলার বিভিন্ন বাজার এলাকায় ভিড় করেন। তা-ও আবার পুলিশ প্রশাসনের সামনে। অন্যদিকে সরকার ও প্রসাশনিক সকল প্রকার বিধি নিষেধ অমান্য করে সমগ্র জেলা জুড়ে চলছে নেশা জাতীয় সামগ্রীর রমরমা ব্যবসা। প্রশাসনিক আধিকারিকদের চোখে ধুলো দিয়ে জেলা সদর সহ বিভিন্ন অঞ্চলে সিগারেট, বিড়ি, পানমশলা, গুটখা, জর্দা, তামাকজাতীয় নেশা দ্রব্য চড়া মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। বিশেষ করে শহরের সাহা পদবীর জনৈক সিগারেট পাইকারতো কয়েক কদম এগিয়ে ৬০ টাকার প্যাকেট ৯০ টাকায়, ১১০ টাকার প্যাকেট ১৫০ টাকায় খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছেন। যার ফলে সমগ্র জেলায় সিগারেটের চরম কালোবাজারি চলছে। সব কিছু জেনেশুনে জেলার প্রশাসন যন্ত্র মহাত্মা গান্ধীর বিখ্যাত তিন বানরের (বুড়া মৎ দেখো, বুড়া মৎ শুনো আউর বুড়া মৎ কহো) ভূমিকা পালন করে চলছে।
রাজ্য সরকার লক ডাউন চলাকালীন সময় যে কোনও ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কিন্তু সকল বিধি নিষেধ

ছয়ের পাতায় দেখুন

দেশকে আত্মনির্ভরতার পাঠ দিল করোনা মহামারী : বিপিন রাওয়াত

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি. স.): দেশবাসীকে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিয়েছে করোনা মহামারী বলে রবিবার জানিয়েছেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত। স্বাস্থ্য পরিষেবায় ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার পাঠ দিয়ে গিয়েছেন এই মহামারী বলে জানিয়েছেন তিনি।
রবিবার সকালে জেনারেল বিপিন রাওয়াত জানিয়েছেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণারত বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য সংস্থা নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে চিকিৎসা সরঞ্জামের উৎপাদনের জন্য এগিয়ে আসবে। এর মধ্যে বেশির ভাগ সরঞ্জামই বিদেশ থেকে আনাতে হত। এখন ভারতের মাটিতেই এগুলি উৎপাদন হচ্ছে।এই পদক্ষেপ একটি বড় উপলব্ধির মত। একইভাবে বিদেশ থেকে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে আসা হয় এদেশে।যদি আমরা নিজেরা নতুন চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে এগিয়ে যাই। তবে দেশীয় গবেষণার মাধ্যমে দেশের মধ্যেই তৈরি হতে পারে যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র। বিপিন রাওয়াত আরো জানিয়েছেন, এখন যখন ভারত সামরিক শক্তির দিক থেকে গোটা বিশ্বে অগ্রণী হয়ে উঠেছে।তখন আমাদের উচিত অন্যদেরও সমর্থন করা। নিজের মধ্যে আত্মনির্ভরতা বাড়াতে মেক ইন ইন্ডিয়া কার্যকারী পদক্ষেপ হতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।